রাঁচি, মঙ্গলবার
16:01:2024
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>098 >> 01 Maagh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৯৮ >> << ০১লা, মাঘ ১৪৩০>>

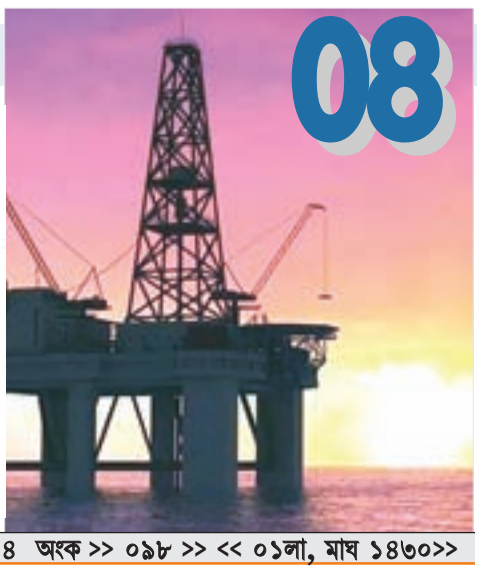

আবার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা উত্তর কোরিয়ার

পিয়ংইয়ং : উত্তর কোরিয়া দাবি করেছে, তাদের এই ক্ষেপণাস্ত্র পূর্ব এশিয়ার কোনো দেশের কাছে বিপদের কারণ হবে না। গত নভেম্বরে গুপ্তচর উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে উত্তর কোরিয়া। তারপর থেকে এই অঞ্চলে উত্তেজনা অনেকটাই বেড়েছে। সরকারি কেএনসিএ বার্তাসংস্থা জানিয়েছে, উত্তর কোরিয়া মধ্যবর্তী সলিড ফুয়েল ব্যালেস্টিক মিসাইল সফলভাবে পরীক্ষা করেছে। উত্তর কোরিয়া ক্ষেপণাস্ত্রেরনতুন উচ্চক্ষমতাযুক্তি ইঞ্জিন তৈরি করেছে। তার পরীক্ষা হলো। কেএনসিএ বলেছে, প্রতিবেশী কোনো দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না। আঞ্চলিক পরিস্থিতির সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। রোববার বিকেলে এই পরীক্ষা করা হয়। এর সঙ্গে হাইপারসনিক ম্যানুভারেবল কন্ট্রোলড ওয়ারহেড ছিল। সিওলের জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, ক্ষেপণাস্ত্রটি এক হাজার কিলোমিটার দূরে ইস্ট সিতে গিয়ে পড়ে।

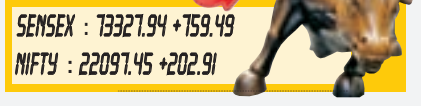

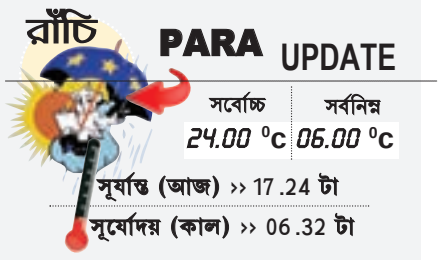

বাজার দর
SENSEX : 73327.94 +759.49
NIFTY : 22097.45 +202.91

রাঁচি PARA UPDATE
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
24.00 °c	06.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17.24 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 06.32 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 75,400 টাকা./কিলো

দুই নারী সাংবাদিককে মুক্তি দিলো ইরান

তেহরান : ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে জিনা মাহসা আমিনীর মৃত্যু নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করা প্রথম সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন নিলুফার হামেদি এবং এলাহেহ মোহাম্মদি। তাদের বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগ আনা হয়েছিল।

ইরানের গণমাধ্যম জানিয়েছে, এই দুই ইরানি সাংবাদিককে তাদের বিরুদ্ধে মামলার আপিল চলা অবস্থাতেই জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। সঠিকভাবে হিজাব না পরার কারণে কারাগারে নেয়ার পর পুলিশী হেফাজতে মারা যান আমিনি। তার এমন মৃত্যুর বিষয় নিয়ে প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশ করা সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন হামেদী এবং মোহাম্মদী।

কুর্দি তরুণী আমিনির মৃত্যুর পর ইরানজুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদ শুরু হয়। অনেক নারী ইরান সরকারের নীতির বিরোধিতা করে হিজাব খুলে প্রতিবাদ জানান। বিক্ষোভ দমনে অনেককে গ্রেপ্তার করে সরকার।

জামিনের বন্ড কোটি টাকা!

গত বছর অন্যান্য নানা অভিযোগের মধ্যে এই দুই সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার অভিযোগও আনে ইরানের একটি আদালত। ইরানের বিচার বিভাগীয় সংবাদ সংস্থা মিজান জানিয়েছে, তাদের সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই রায়ের বিরুদ্ধে তাদের আপিল এখন বিবেবচনাধীন রয়েছে।

হামেদি দৈনিক শার্গ পত্রিকার জন্য লিখতেন এবং মোহাম্মদী হাম মিহান পত্রিকার জন্য সামাজিক সমস্যা এবং লিঙ্গ সমতা নিয়ে সংবাদ পরিবেশন করতেন। ২০২৩ সালে তারা যৌথভাবে ইউনেস্কোর বিশ্ব গণমাধ্যম স্বাধীনতা পুরস্কারে পেয়েছিলেন।

দুই সাংবাদিকের জামিনের বন্ড হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে মাথাপিছু প্রায় দুই লাখ ইউরো (প্রায় দুই কোটি টাকা)। বিচার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার আগে তাদের দেশত্যাগের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

ইরানের গড় বার্ষিক মাথাপিছু আয় চার হাজার মার্কিন ডলার (প্রায় ৪০ হাজার টাকা)। এই হিসাবে দুই কোটি টাকা ইরানের একজন নাগরিকের জন্য প্রায় ৫০ বছরের উপার্জনের সমান।

আমিনির মৃত্যুর পরে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়া বিক্ষোভের মধ্যে এই দুজনের মতো শতাধিক সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। দেশে এবং বিদেশে তথ্যপ্রকাশে নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করেছিল ইরান।

সঠিকভাবে হিজাব না পরার অভিযোগে নৈতিকতা পুলিশের হাতে আটক হওয়ার পর ২০২২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর আমিনির মৃত্যু হয়। এই ঘটনা দেশটিতে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দেয়।

১৯৭৯ সালে ইরানের বিপ্লবের পর এটিই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছিল ইরানের ধর্মতান্ত্রিক সরকারের জন্য। এর পর্যায়ে রাজধানী তেহরান ছাড়িয়ে বিক্ষোভের ব্যাপক ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে পুরো দেশজুড়ে।

ইরানের শৃঙ্খলা বাহিনী বিক্ষোভকারীদের ওপর ব্যাপকভাবে দমন পীড়ন চালায়, হাজার হাজার মানুষকে আটক করে। আটক হওয়াদের মধ্যে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থেকে শুরু করে বিক্ষোভের সময় নিহতদের পরিবারের সদস্যরাও।

বিক্ষোভ দমনের সময় পুলিশের হাতে অনেক মারা গেলেও ইরান কোনো হতাহতের পরিসংখ্যান দেয়নি। তবে দেশটি হাজার হাজার বিক্ষোভকারীকে আটকের কথা স্বীকার করেছে। ইরানের মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দেয়া তথ্য অনুযায়ী ২০২২ এবং ২০২৩ সালের বিক্ষোভে ক্র্যাকডাউনে অন্তত ৫২৯ জন নিহত হয়েছেন এবং ১৯ হাজার জনেরও বেশি মানুষকে আটক করা হয়েছে।

চীনকে মোকাবেলা করতে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে চায় যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান

নিউ ইয়র্ক : যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান ইন্দো প্যাসিফিক সংলাপের মাধ্যমে উত্তর কোরিয়ারকে ছাপিয়ে, তাদের নিরাপত্তা সহযোগিতাকে বিস্তৃত করেছে। এক বিশ্লেষক, এই সহযোগিতাকে এ অঞ্চলে বেইজিং এর ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবেলায় একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বলে উল্লেখ করেছেন।

এই তিন দেশ, গত সপ্তাহে ওয়াশিংটনে প্রথমবারের মতো ইন্দো প্যাসিফিক সংলাপে বসে। সেখানে দেশগুলো চীনের নাম উল্লেখ করে, দক্ষিণ চীন সাগরে দেশটির বিপদজনক ও বাড়াবাড়ি আচরণ নিয়ে আলোচনা করে।

গত ৫ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর দেয়া এক বিবৃতিতে, পেশীশক্তি অথবা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের কোনো একপাক্ষিক উদ্যোগের বিরোধিতা করে তারা। আর, আবারো তাইওয়ান প্রণালীজুড়ে শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার গুরুত্বেরওপর জোর দেয়া হয় বিবৃতিতে।

এর আগে, গত বছরের আগস্টে, ক্যাম্প ডেভিডে আয়োজিত শীর্ষ সম্মেলনে তিন দেশ ইন্দো প্যাসিফিক সংলাপ আয়োজনে সম্মত হয়। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা যোগ দেন। তারা, এই অঞ্চলে চীনের মারমুখী আচরণের প্রতি নজর দেয়ার আহ্বান জানিয়ে একটি বিবৃতি দেন।

দক্ষিণ চীন সাগরের প্রায় পুরো অংশে সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, চীনের নেয়া 'মেরিটাইম অ্যাকশন' দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে বেইজিংয়ের বিরোধের জন্ম দেয়।এই দেশগুলো, চীনের এই দাবি অস্বীকার করে আসছে। চীন স্বশাসিত দ্বীপ তাইওয়ানের ওপরও সার্বভৌম অধিকারের দাবি জানিয়ে আসছে। সোমবার এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং বলেন, বেইজিং অন্যদের বাদ দিয়ে ত্রিপাক্ষিক দল গঠন এবং তাইওয়ানের স্বাধীনতার প্রতি বিচ্ছিন্নতাবাদী পদক্ষেপের বিরোধিতা করে।

পাকিস্তানে ভোটের মাঠে ইমরান নেই, ব্যাটও নেই

লাহৌর : পাকিস্তানে ৮ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া সাধারণ নির্বাচনে ইমরান খানের দল তেহরিক ই ইনসাফ পিটিআই 'ক্রিকেট ব্যাট' প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে না। দেশটির সুপ্রিম কোর্ট শনিবার এই রায় দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের উইলসন সেন্টারের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান এএফপিকে বলেন, পাকিস্তানে স্বাক্ষরতার হার কম। তাই ব্যালটে ক্রিকেট ব্যাট প্রতীক না থাকলে অনেক ভোটার সমস্যায় পড়বেন। বিশ্বব্যাংকের হিসেবে পাকিস্তানে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ৫৮ শতাংশ।

নির্বাচনি আইন মেনে দলের মধ্যে নির্বাচন না করার অভিযোগে দেশটির নির্বাচন কমিশন গতমাসে ক্রিকেট ব্যাট প্রতীক ব্যবহারে পিটিআই এর উপর নিষেধাজ্ঞা দেয়। সুপ্রিম কোর্ট শনিবার এই নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছে।

পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি কাজী ফায়েজ ইসা বলেন, ২০২১ সালে পিটিআই যখন ক্ষমতায় ছিল তখন তাদেরকে নির্বাচন করার আহ্বান জানিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। ‘‘সে কারণে বলা যাবে না যে, নির্বাচন কমিশন পিটিআই এর বিরুদ্ধে লেগেছে।’’

পিটিআই এর মুখপাত্র জুলফি বুখারি সুপ্রিম কোর্টের রায়কে 'গণতন্ত্রের জন্য দুঃখজনক দিন' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

পিটিআই এর সব প্রার্থীকে এখন আলাদা প্রতীক বেছে নিতে হবে।

সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার পর ২০২২ সালের এপ্রিলে ক্ষমতাচ্যুত হন বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। এরপর থেকে তার বিরুদ্ধে অনেক মামলা হয়েছে। ইমরান খানের দলের অভিযোগ, সামরিক বাহিনী তাদের নির্বাচনের বাইরে রাখার চেষ্টা করছে। তবে সেনাবাহিনী এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে।

মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে, পিটিআই এর বিরুদ্ধে নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করায় নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে।

এদিকে সামরিক বাহিনীর সমর্থন পাওয়ায় তিনবারের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ এবার প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে এগিয়ে আছেন।

স্বেচ্ছা নির্বাসন থেকে পাকিস্তানে ফেরার পর শরিফ তার বিরুদ্ধে থাকা বিভিন্ন দুর্নীতির মামলা থেকে রেহাই পেয়েছেন। সামরিক বাহিনী যে তাকে সমর্থন করছে, এটি তার লক্ষণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশন বলেছে, নির্বাচনের আগেই 'প্রাক নির্বাচন কারচুপি' দেখা যাচ্ছে। ফলে ইমরান খান ও তার দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে ছিটকে পড়ছে।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ইউক্রেনের উপর রুশ হামলা অব্যাহত ব্রিটেনের সঙ্গে নিরাপত্তা চুক্তি করল ইউক্রেন

কিয়েভঃ ইউক্রেনের কর্মকর্তারা বলছেন, রাশিয়া শনিবার রাতভর কয়েক ডজন ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে। স্থানীয় কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে রয়টার্স জানিয়েছে, ইউক্রেনের অন্তত পাঁচটি অঞ্চলে আকাশ হামলা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এসব ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে। ক্ষেপণাস্ত্রগুলো লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে সক্ষম হয়েছে কি না, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহতের তথ্যও পাওয়া যায়নি। এএফপি বিমানবাহিনীর কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে জানায়, রাশিয়ার এই হামলায় ক্রুজ, ব্যালিসটিক, বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোনসহ বেশ কয়েক ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি শুক্রবার তার দৈনিক বক্তব্যে জানান, ১২ জানুয়ারি হচ্ছে এমন এক দিন, যেটি ইতোমধ্যে আমাদের দেশের ইতিহাসের অংশ হয়েছে, কারণ (এই দিনে) ইউক্রেন ব্রিটেনের সঙ্গে একটি নিরাপত্তা চুক্তি সম্পন্ন করেছে, যার জন্য আমরা দীর্ঘসময় ধরে কাজ করে আসছি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক শুক্রবার কিয়েভ সফর করে ইউক্রেনের জন্য প্রায় ৩২০ কোটি ডলারের নতুন সামরিক অর্থায়ন প্রকল্পটি উন্মোচন করেন। রাশিয়া দেশটিতে আগ্রাসন চালানোর পর এটাই ব্রিটেনের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় বার্ষিক অঙ্গীকার। সুনাক বলেন, (রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির) পুতিন ইউক্রেনের বিরুদ্ধে জয়লাভ করলে সেখানে থেমে যাবেন না। তিনি জানান, ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন কমে গেলে তা পুতিন ও উত্তর কোরিয়া, ইরান ও অন্যান্য জায়গায় তার মিত্রদের আরও সাহসী করে তুলবে। জেলেন্সকি জানান, তিনি শুক্রবার ইউক্রেনে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পুনর্জীবন সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিনিধির পেনি প্রিৎজকারের সঙ্গেও দেখা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা ইউক্রেনের প্রতি পরবর্তী সহায়তা নিয়ে কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। এই সমর্থন শুধু আমাদের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটা একইসঙ্গে অন্য সব রাষ্ট্রের জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ, যাদের স্থিতিশীলতা আন্তর্জাতিক আইনের শক্তিমত্তার ওপর নির্ভরশীল। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের কিছু সদস্য ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখার বিষয়ে তাদের দ্বিমত পোষণ করছেন।

যাত্রা কংগ্রেস সভাপতি মলিকার্জুন খাড়গে এদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে পদযাত্রার উদ্বোধন করেন

নির্বাচনের আগেই বিরাট চমক রাহুলের, এবার 'ভারত জড়ো ন্যায় যাত্রা' শুরু

থাউবাল (এজেন্সী)ঃ 'ভারত জোড়ো' যাত্রার সাফল্যের পর এবার 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'। কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর 'ভারত জোড়ো' যাত্রার পর এটি রাহুল গান্ধীর দ্বিতীয় সফর।

রোববার মণিপুরের থাউবাল জেলা থেকে শুরু হয় রাহুলের এ যাত্রা। সেবার দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে উত্তর ভারতকে জুড়েছিলেন। এবার পূর্বের সঙ্গে পশ্চিম ভারতকে জোড়ার অভিযানে নামলেন কংগ্রেস নেতা। লোকসভা নির্বাচনের আগে বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো বিষয়গুলো তুলে ধরা হবে কংগ্রেসের এবারের এই ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায়।

দেশটির ১৫টি রাজ্যের ১০০ জেলায় ঘুরবেন রাহুল। উত্তরপ্রদেশ থেকে রাহুলের সঙ্গী হতে পারেন বোন প্রিয়াংকা গান্ধীও।' ঘোষণা মতো মণিপুর থেকেই শুরু করলেন 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা'। শুরু করতে চেয়েছিলেন রাজধানী ইম্ফল থেকে, কিন্তু ক্ষমতাসীন বিজেপি পার্টির মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংহের সরকার তাতে অনুমোদন দেয়নি। বাধ্য হয়ে মণিপুরের থাউবাল জেলা থেকে শুরু করলেন 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা।'

কংগ্রেস সভাপতি মলিকার্জুন খাড়গে এদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে পদযাত্রার উদ্বোধন করেন। তার পর মঞ্চে ওঠেন রাহুল। বলেন, 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র মতো 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' মানুষের কথা শুনতেই তিনি বেরিয়েছেন বলে জানান তিনি।

তবে 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র মতো শুধু হেঁটে নয়, এবারের 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' 'হাইব্রিড' বলে জানান রাহুল। বলেন, বাসে চেপেও এগোনো হবে, হেঁটেও। সামনে লোকসভা নির্বাচন। এ সময়ের মধ্যে 'ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা' শেষ করতেই এমন সিদ্ধান্ত। কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা সবাই থাকবেন ন্যায় যাত্রায়। মণিপুরে ১ ঘণ্টার যাত্রা শেষেই ঢুকবেন নাগাল্যান্ডে।

সেখান থেকে এক এক করে আসাম, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয় হয়ে রাহুল গান্ধীর পদযাত্রা আসবে পশ্চিমবঙ্গে। এরপর বিহারে। সেখান থেকে ঝাড়খন্ড, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট হয়ে মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ে পৌঁছবে ন্যায় যাত্রা। সেখানেই শেষ হবে এ যাত্রা।

ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা বাসে এবং হেঁটে ৬ হাজার ৭১৩ মাইল পথ অতিক্রম করবে। মোট ৬৭ দিনের যাত্রায় ১১০ জেলা, ১০০টি লোকসভা আসন এবং ৩৩৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে যাবে এবং ২০ অথবা ২১ মার্চ মুম্বাইয়ে শেষ হবে এই যাত্রা। এর আগে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে রাহুলের নেতৃত্বে 'ভারত জোড়ো যাত্রা' শুরু করে কংগ্রেস। সেবার ওই যাত্রা ১২টি রাজ্যের ৭৫টি জেলার ওপর দিয়ে গিয়েছিল।

বাংলা দৈনিক জাতীয় খবর রাজনীতি JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

গ্রামের একমাত্র জলাশয় বন্ধ করার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা

মালদা ঃ গ্রামের একমাত্র জলাশয় বন্ধ করার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বালা সাহাপুর এলাকায়। বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের অভিযোগ , এই এলাকায় একটি জলাশয় পূর্ণ খাস জমি রয়েছে । সেইখানে গ্রামের মহিলারা নিজেদের উদ্যোগে একটি কমিউনিটি হল গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। কিন্তু সেই জলাজমিটি রাতের অন্ধকারে এলাকার মাটি মাফিয়ারা বেআইনিভাবে ভরাট করে দখল করতে চাইছে । এমনকি সংশ্লিষ্ট এলাকাতে মদের ঠেকের বিরুদ্ধেও এদিন সোচ্চার হন গ্রামের মহিলা থেকে সাধারণ মানুষ। ভিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের সঙ্গে এদিন সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই পঞ্চায়েত সদস্য সমর্থন জানিয়ে সামিল হন । পুরো বিষয়টি নিয়ে গ্রামবাসীরা গণস্বাক্ষর সম্বলিত বেআইনি দখলদারির প্রতিবাদ জানিয়ে সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

এদিন বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, এই জলাশয়টি রাতের অন্ধকারে মাটি ভরে বন্ধ করে দিচ্ছে স্থানীয় কিছু মাটি মাফিয়ার। রাস্তার শেষ প্রান্তে বন্ধ করে দিয়ে জলাশয়টি নিজের দখলে রাখতে চাইছে জায়গার মালিক ও তার দলবল । জায়গাটি সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ভরাট করে করছে । এবিষয় নিয়ে এলাকাবাসীরা বাধা দিলে ওই জায়গার মালিক বাইরের লোক এনে প্রভাব খাটিয়ে এখানে মদের আসর বসাচ্ছে। এমনকি গ্রামের মহিলাদের কটূক্তি করা হচ্ছে। গত দুদিন আগে ওই জায়গার মালিক নিজেদের নির্মীয়মান কাজ নিজেরাই ভেঙে ফেলে বেশ কিছু গ্রামবাসীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েছে। তারই প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন বিক্ষোভ দেখিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

বিক্ষোভকারী মহিলাদের বক্তব্য, এলাকার মানুষদের স্বার্থে একটি কমিউনিটি হল করার নেওয়া হয়েছিল ওই খাস জমিতে। কিন্তু একাংশ মাটি মাফিয়ারা গ্রামবাসীদের হুমকি দেখিয়ে মিথ্যা মামলায় ফাঁসাচ্ছে।

সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই পঞ্চায়েত সদস্য মন্দিরা দাস মন্ডল এবং শ্যামল মন্ডল জানিয়েছেন, বালা সাহাপুর এলাকার এই জায়গা শেষ প্রান্তে ইংরেজবাজার শহরের এক বাসিন্দার জমি রয়েছে। তিনি তার জমির আড়ালে ওই জলাজমিটি ভরাট করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এনিয়ে গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এতেই পাল্টা কিছু মাটি মাফিয়ারা এখন গ্রামবাসীদের হুমকি দিচ্ছে। তাই এদিন গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। আমরা পুরো বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি। পুরাতন মালদা থানার পুলিশ পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

প্রসূতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে

মালদা ঃ প্রসূতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ রোগীর আত্মীয়দের।

মালদার ইংরেজ বাজারের ৫২ বিঘার বাসিন্দা অনিমা কুমার গত রবিবার মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মাতৃমা বিভাগে ভর্তি হন। সেদিন গভীর রাতে একটি কন্যা সন্তান জন্ম দান করেন তিনি। পরিবারের অভিযোগ এরপর কাউকে কিছু না জানিয়ে সোমবার রাত্রে আবার ওই মহিলার অস্ত্র প্রচার করা হয়। পরিবারের অভিযোগ দ্বিতীয়বার অস্ত্র প্রচার হওয়ার পরই তাদের রোগীকে ভেন্টিলেশনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এরপর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেন রক্তের প্রয়োজন সেই মতো রক্তের যোগান দেন পরিবারের সদস্যরা। এরপর হঠাৎ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে ওই রোগী মারা গেছে। এর পর চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে আজ সকাল থেকেই মাতৃমা বিভাগের সামনে ক্ষোভ প্রকাশ আত্মীয়স্বজনের। যদিও চিকিৎসায় গাফিলতির এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ হয়নি।

এদিকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং একাধিক অভিযোগ তুলে অন্যান্য রোগীর আত্মীয়রাও সোচ্চার হন এদিন।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে রক্তদান শিবির

ময়নাগুড়ি ঃ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করলেন ময়নাগুড়ির বিবেকানন্দ ক্লাব। এদিন ক্লাবের সামনে থাকা স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। এরপর ক্লাবেই শুরু হয় রক্তদান শিবির। ব্লাড ব্যাংকে রক্তের সংকট মেটাতে এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন ক্লাবের সদস্যরা। এই বিষয়ে ক্লাবের সভাপতি প্রদীপ দে বলেন, সকালে স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। এরপর আমাদের রক্তদান শিবির কর্মসূচি চলছে।

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর যখন তিনজন। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়

রাজগঞ্জ ঃ জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবা জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের মুনথুনি সংলগ্ন এলাকায় ঘটনা।জানা যায় আজ দুপুর দুটো নাগাদ একটি বাইক বেলাকোবা থেকে জলপাইগুড়ির দিকে ও অপর বাইকটি জলপাইগুড়ি থেকে বেলাকোবার দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎই দুটো বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সাথে সাথে দুটি বাইকের আরোহী ছিটকে পড়ে যায়, নয়নজুলিতে। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এলাকাবাসী। খবর দেওয়া হয়। বেলাকোবা আউটপোস্টের পুলিশকে। তড়িঘড়ি গুরুতর আহত তিন জনকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। অবস্থা বেগতি দেখে তাদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়।। ঘটনাস্থলে আসে বেলাকোবা আউটপোস্টের পুলিশ। গাড়ি দুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রান্নাঘরে খেতে বসেছিলেন। হঠাৎই অজানা জন্তুর কামড়। খাওয়াদাওয়া ছেড়ে জন্তুটিকে পাকড়াও করে বস্তায় ভরে সোজা ছুটলো ধুপগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে

ধুপগুড়ি ঃ অজানা জন্তুর কামড়। অজানা জন্তু সঙ্গে নিয়েই হাসপাতালে হাজির যুবক।ঘটনায় চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি পুর এলাকার চার নম্বর ওয়ার্ডের লোকনাথ পল্লী এলাকায়।জানা গিয়েছে লোকনাথ পল্লী এলাকার যুবক ভীম রায় পরিবারের সকলের সাথে রাতের খাবার খেতে বাড়ির রান্না ঘরে বসেছিলেন।সেই সময় আচমকাই তার হাতে একটি অজানা জন্তু কামড় বসিয়ে দেয়।যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে অজানা জন্তুটিকে বস্তা বন্দি করে ফেলে।এরপর তিনি আহত অবস্থায় বস্তা বন্দি করে হাসপাতালে আসেন।সেখানে তার প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।এদিকে অজানা জন্তুর পরিচয় জানতে হাসপাতালের তরফে খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরকে।খবর পেয়েই হাসপাতালে হাজির হয় বনদপ্তরের কর্মীরা।বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে জন্তুটি বিলুপ্ত প্রায় চাইনিজ ফেরেট ব্যার্জার। হাসপাতাল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে। অবসারভেশনের পর এটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দর ১৬১ তম জন্মদিন

কালচিনি ঃ স্বামী বিবেকানন্দর ১৬১ তম জন্মদিন। রাজ্য ও জেলার পাশাপাশি কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় পালিত হলো জন্মজয়ন্তী। শুক্রবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগদ কালচিনি ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয় এছাড়া সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয় স্বামী বিবেকানন্দর ১৬১ তম জন্মজয়ন্তী। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের ব্লক সাধারণ সম্পাদক হেদার আনসারী, যুব কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন

আলিপুরদুয়ার ঃ কালচিনি ব্লক চেম্বার্স অফ কমার্সের পক্ষ থেকে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শুক্রবার হাসিমারা এলাকায় ম্যারাথন দৌড় সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন সকালে গুরুদুয়ারা থেকে হাসিমারা ওবধি এক ম্যারাথন দৌড় আয়োজিত হয় । ম্যারাথন দৌড়ে পুরুষ বিভাগে প্রথম হয় নিখিল ওরাওঁ ও মহিলা বিভাগে প্রথম হয় অপর্ণা ভুজেল বলে জানান কালচিনি ব্লক চেম্বার্স অফ কমার্স এর সভাপতি শম্ভু জয়সোয়াল ।

স্বামীজীর জন্মদিনে সকাল থেকেই বিভিন্ন জনের বাড়িতে কেন্দ্রীয় এজেন্সি রেড চালাচ্ছে

কলকাতাঃ স্বামীজীর জন্মদিনে সকাল থেকেই বিভিন্ন জনের বাড়িতে কেন্দ্রীয় এজেন্সি রেড চালাচ্ছে। আমার বাড়িতেও কেন্দ্রীয় এজেন্সি রেইড চালিয়েছিল। ওরা ভেনডিকটিভ অ্যাটিটিউড নিয়ে ওদের কাজ করুক। আমরা সততার পথে আছি সততার পথেই থাকবো। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কেন্দ্রীয় এজেন্সির ওপর নির্ভর করে থাকুক। আমরা বাংলার মানুষের পাশে আছি বাংলার মানুষকে সাথে নিয়েই থাকবো। বাংলার মানুষ বিজেপিকে এরাজ্যে প্রত্যাখ্যান করেছে ভোট দেয়নি। তাই ওরা একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে। বিভিন্নভাবে বাংলার বদনাম করার চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ এর কলকাতা সেফেস্ট সিটি তকমা পেয়েছে। অথচ সম্প্রতি কলকাতার সমালোচনা করে নোংরা আবর্জনার তত্ত্বকে সামনে এনে সমালোচনা করেছে। শহর কলকাতার মানুষ যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠেছে, আজ শহর কলকাতার তালা থেকে টালি যথেষ্ট সুন্দর ও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আমরা কোনদিনই এয়ারপোর্ট থেকে শহর কলকাতায় আসার পথে দুধ্বার পর্দা দিয়ে আড়াল করে রাখি না। কারণ বিগত বাম জমানার পর থেকে এ শহ রকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। আবর্জনা মুক্ত করা হয়েছে। বরং দিল্লির জামা মসজিদ এলাকা সহ একাধিক এলাকা গুজরাটের বেশ কিছু এলাকা মুম্বাইয়ের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে এখনো আবর্জনার স্থূপ হয়ে গিয়েছে সেগুলির দিকে ওদের চোখ পড়ে না। বিজেপিকে ফের তোপ দাগলেন ফিরহাদ। উত্তর দমদম পৌরসভার প্রাক্তন পৌর প্রধান সুবোধ চক্রবর্তী বাড়িতে ইডির অভিযান। শুক্রবার সকাল সাড়ে সাড়ে ছয়টা নাগাদ ইডির প্রতিনিধি দল ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত তিন নম্বর খলিসাকোটা পল্লীতে সুবোধের দের বাড়িতে আসেন। প্রায় দু'ঘণ্টার বেশি সময় ধরে অভিযান চলছে। দমদম থানার আইসি বঙ্কিম বিশ্বাস তিনিও আসেন। এ সময় ভিতরে ঢুকতে চাইলেও তাকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এদের অধিকার আধিকারিকরা জানিয়ে দেন তার ভিতরে ঢুকার কোন অনুমতি নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে দমদম থানার আইসি জানান এটা আমার এরিয়া। আর সেই কারণেই আমি এখানে আসি। আবার জানার অধিকার রয়েছে ভিতরে কি হচ্ছে। যদিও তিনি এরপরই এলাকা ছাড়েন।

সুন্দরবনের রায়মঙ্গল ৩০০ ফুট নদী বাঁধ ভাঙলো, বিস্তীর্ণ গ্রাম প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা

হিঙ্গলগঞ্জ ঃ এক কিলোমিটার পাকা ইটের রাস্তা নদী গর্বে চলে গেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের সাহেব খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের রামাপুরে তিন নদীর মোহনায় রায়মঙ্গল নদীর বাঁধ ভাঙল প্রায় ৩০০ ফুট, আজ ভোরবেলা নদীর বাঁধ ভাঙ্গায় রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে মাধবকাঠি, কাঁঠাল বেরিয়া, রমাপুরসহ একাধিক গ্রামের মানুষ। শেষ দপ্তরকে খবর দেওয়া হয়েছে ঘটনাস্থলে সেচ দপ্তরে আধিকারিকরা যাচ্ছেন। এ স্থানীয় পঞ্চায়েতে পক্ষ থেকে করার চেষ্টা চলছে ত্রিপল মাটির বস্তা বাস পাইলিং দিয়ে প্রথম পর্যায়ে কাজ করার জন্য শীতকালে বাঁধ ভাঙ্গায় রীতিমতো আতঙ্কিত মৎস্যজীবী থেকে শুরু করে কৃষকরা।তাদের দাবি শীতকালে বাঁধ ভাঙ্গা খুব কমই দেখেছেন কি করে ভাঙলো বুঝতে পারছি না একদিকে নদীর জলস্তর বেড়ে গিয়ে না দীর্ঘদিন বাদ সংরক্ষণ না হওয়ার ফলে দুর্বল বাঁধ হয় ভেঙে গেল এই নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রমাপুর গ্রামে। পাশাপাশি নদীর পাশ দিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার ইটের রাস্তা নদী গর্ভে চলে যাচ্ছে যার কারণে যাতায়াত থেকে শুরু করে গ্রামবাসীদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হতে পারে।।

গঙ্গাসাগর মেলায় আগত পূর্ণ্যার্থীদের সুবিধার্থে প্রস্তুত রাখা হয়েছে ১৩ টি বাফার জোন

সুদেষ্ণা মন্ডল , ডায়মন্ডহারবার ঃ কথিত আছে, সবতীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার। আর সেই গঙ্গার মেলায় দূর দূরান্ত থেকে আসা পূণ্যার্থীদের কথা মাথায় রেখে, তাঁদের বিশ্রামের জন্য অন্যান্য বছরের মতো দক্ষিণ ২৪ পরগণার জোকা থেকে কচুবেরিয়া পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে মোট ১৩ টি বাফার জোন তৈরি হয়েছে। সেই বাফার জোনে বিশ্রাম রত পূণ্যার্থীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেই সংক্রান্ত বিষয় সুনিশ্চিত। পুণ্যার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় জল ও শৌচালয় তৈরি করা হয়েছে।এছাড়াও থাকছে পূণ্যার্থীদের জন্য গাড়ি পার্কিংয়ের বিশেষ জায়গা। থাকছে পর্যাপ্ত পানীয় জল, শৌচালয়ের ব্যবস্থা। এর পাশাপাশি বাফার জোনে থাকছে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। যদি কেউ শারীরিক অসুস্থতা বোধ করেন, বা যদি কেউ মেলা পর্যন্ত যেতে না পারেন, সেক্ষেত্রে তাঁদের কথা মাথায় রেখে করা হচ্ছে জায়ঃট স্ক্রিনের ব্যবস্থা। ওই জায়ন্ট স্ক্রিনের মাধ্যমেই দেখা যাবে গঙ্গা সাগরের মেলা ও মন্দিরের পুজো। এর পাশাপাশি পূণ্যার্থীদের সঙ্গে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার দিকেও জোর দেওয়া হয়েছে। বিশ্রামরত পূণ্য্যার্থীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পুলিশ প্রশাসনের তরফে বাফার জোনে লাগানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। জায়ন্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে পুণ্যার্থীরা গঙ্গাসাগর মেলা সংক্রান্ত বিষয় খুঁটিনাটি সমস্ত তথ্য জানতে পারবে। জায়েঃট স্কিনে দেখানো হচ্ছে ভেসেল ও লঞ্চের টাইম। ভিন রাজ্য থেকে আগত মহিলা পুণ্যার্থীদের জন্য থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা মহিলা পূর্নার্থীদের নিরাপত্তার জন্য বাবার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে মহিলা পুলিশ।

রাজগঞ্জের BDO ও ভূমি রাজস্ব কর্মকর্তারা অবৈধভাবে বালু বোঝাই ৩টি ডাম্পার আটক করেছে

জলপাইগুড়ি ঃ অবৈধভাবে বালিবোঝাই ৩টি ডাম্পার আটক করলেন রাজগঞ্জের বিডিও এবং ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকেরা।শুক্রবার রাজগঞ্জ রাজ্যে সড়কের মনুয়াগঞ্জ সহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ডাম্পারগুলিকে আটক করা হয়।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, অবৈধভাবে গাড়িগুলিতে বালিবোঝাই করে বিয়ানিভাবে পাচার করা হচ্ছিল বলে খবর আসে।সেইমত অভিযান চালিয়ে ডাম্পারগুলিকে আটক করা হয়। বালির উপযুক্ত রয়্যালটি নথী বা চালান না থাকার কথা স্বীকার করেন গাড়ি মালিকেরা।তবে তাদের অভিযোগ, অনলাইন মাধ্যমে রয়্যালটি'র সঠিক পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না।এছাড়া রয়্যালটি বাবদ যে টাকা নেওয়া হচ্ছে তা চালানে লেখা থাকছে না।ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।তাদের দাবি সরকার যদি এই বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করে তাহলে নিয়ম মেনেই কাজ করবেন বলে জানান তারা। অন্যদিকে এই বিষয়ে রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন বলেন, সরকারী আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখালে তা কখনোই বরদাস্ত করা হবে না।আজ তিনটি ডাম্পার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।আগামীতেও এই আভিযান চলবে।অনলাইনে পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়্যালটির ব্যবস্থা রয়েছে।ডাম্পার মালিকদের কি অভিযোগ আছে তারা আমাদের জানালে তাদের মতামত আমরা বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো।

সিসিটিভি ক্যামেরা বসছে ময়নাগুড়ি শহরে

জলপাইগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভলপমেন্ট অথরিটির উদ্যোগে ময়নাগুড়ি বাজারের নিরাপত্তার স্বার্থে বসানো হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরা। ইতিমধ্যেই ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। সমস্ত ক্যামেরার মনিটরিং করা হবে ময়নাগুড়ি থানায়। জানা গিয়েছে এসজিডিএ এর পক্ষ থেকে ২১ টি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে এবং পুলিশের তরফে বসানো হবে ২৯ টি ক্যামেরা। এসজিডিএ সূত্রে জানা যায়, ময়নাগুড়িবাসীর নিরাপত্তার জন্য এই ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। ময়নাগুড়ি শহরে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এই সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। যেকোনো ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে। ড ময়নাগুড়ি শহরে ৫০ টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হচ্ছে। পুরো শহরকে নিরাপত্তার মোড়কে মুড়ে ফেলা হচ্ছে। এতে প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষের অনেক উপকার হবে বলে জানা গিয়েছে।

বন্য শুযোরের আতঙ্কে জলপাইগুড়ির বাসিন্দারা

জলপাইগুড়ি ঃ চিতাবাঘ, হাতির পর এবার লোকালয়ে বন শুকরের আতঙ্কে চিন্তায় জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের মান্দাদাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাড়া এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে বনদপ্তর এর কর্মীরা। লোকালয়ে বন শুকুরের হামলা,আহত এক। ঘটনা চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ ব্লকের মান্দাদাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাড়া এলাকায়। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে জলপাইগুড়ি বৈকঃঠপুর বনদপ্তর এর কর্মীরা নেট পেতে বাজি পটকা ফাটিয়ে শুকরটি কে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে। ঘটনা আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

শিলিগুড়িতে কুখ্যাত অপরাধী কেজিএফ গ্রুপের ৯ সদস্য গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ বৃহস্পতিবার বিকেলে শিলিগুড়ি শহরের ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে কেজিএফ গ্রুপের নয় জনকে গ্রেফতার করেছে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। ধৃতদের নাম বিদ্যুৎ দাস, রাজীব বসাক, হরমিত সিং, আরমান মোদক, অনুষটুপ মজুমদার, সন্তু দাস, মানিক হালদার,অজিত অধিকারী এবং রাজ সিং। ধৃতদের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার আশিঘড় ফাঁড়িতে মামলা রুজু করে অভিযুক্তদের শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পাঠানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ আসছিল। কেজিএফ গাং এ শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকার যুবকেরা রয়েছে। আরো বেশ কয়েকজনের নাম পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে এই কেজিএফ গ্যাং শিলিগুড়ি শহরে জমি দখল,মাদকের ব্যবসা, অপহরণ,আগ্নেয়াস্ত্রের কারবার, জুয়ার আসর সহ বিভিন্ন অপরাধ জগতের কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে আছে। শিলিগুড়ির বাগড়াকোট থেকে শুরু করে শিব মন্দির, মাটিগাড়া, ডাঙ্গীপাড়া, এনজেপি, ইস্টার্ন বাইপাস, চমপাশরি এলাকার যুবকেরা এই কেজিএফ গাঙের সদস্য বলে জানা গিয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মদতে এরা নানান অপরাধ জগতের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল বলেও তথ্য মিলেছে। নানান অভিযোগ আসার পর শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনারের নির্দেশে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ অভিযান চালিয়ে বৃহস্পতিবার এই নয় জনকে গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়। বাকিদের খোঁজেও চলছে তল্লাশি।

খাল থেকে উদ্ধার মুকুন্দপুরের বাসিন্দা বছর ১৮'র বিশ্বজিৎ মণ্ডল নামে এক যুবকের দেহ

কলকাতাঃ প্রগতি ময়দান থানার অন্তর্গত চৌবাগা খাল থেকে উদ্ধার মুকুন্দপুরের বাসিন্দা বছর ১৮'র বিশ্বজিৎ মণ্ডল নামে এক যুবকের দেহ।

গতি ময়দান থানার অন্তর্গত চৌবাগা খাল থেকে উদ্ধার মুকুন্দপুরের বাসিন্দা বছর ১৮'র বিশ্বজিৎ মণ্ডল নামে এক যুবকের দেহ। ১০ তারিখ মধ্য রাতে পিসির বাড়িতে শীতলা পুজোর মেলা দেখতে যায়। সেখানে কয়েক জন যুবকের সঙ্গে বচসায় জড়ালে তাঁরা ওই যুবককে তুলে নিয়ে যায়। এরপর থেকেই নিখোঁজ ছিল ওই যুবক। প্রগতি ময়দান থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়। আজ ভোরে দেহ উদ্ধার।

দুটি তেলের ট্যাংকারের সংঘর্ষ। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়লো একটি ট্যাংকার

জলপাইগুড়ি ঃ দুটি তেলের ট্যাংকারের সংঘর্ষ। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়লো একটি ট্যাংকার। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার বিকেল ৪ টা নাগাদ ধূপগুড়ির স্টেশন মোড় এলাকায়। জানা যায়, একটি পেট্রল ভর্তি ট্যাংকার আসছিলো গয়েরকাঁটা দিক থেকে অপর দিক থেকে আসা খালি ট্যাংকারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্যাংকার নয়ানজুলিতে পরে যায়। যদিও ঘটনায় কোনো আহত খবর পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনার জেরে এশিয়ান হাইওয়েতে ব্যাপক যানজট তৈরী হয়। দীর্ঘক্ষন যানজটে আটকে থাকে যাত্রীবাহী বাস। যানজটে নাকাল হতে হয় যাত্রীদের। এদিকে যাতে তেলের ট্যাংকার থেকে ফের কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে সেই দিকে নজর রেখে ঘটনাস্থলে পৌঁছে এশিয়ান হাইওয়ে থেকে গাড়ি দু'টিকে ক্রেনের সাহায্যে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবশ্য ধুপগুড়ি থানার পুলিশ ও ট্রাফিক গার্ডের তৎপরতায় যানজট মুক্ত করা হয় এশিয়ান হাইওয়েকে।

এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে ইন্টিগ্রেটেড এএফসিপিসি গেটস ইনস্টল করা হয়েছে

হাওড়া ঃ আপনারা সবাই জানেন যে হাওড়া ময়দান থেকে ইস্টওয়েস্ট করিডোরের এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা খুব শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে। শীঘ্রই যাত্রীরা ভারতে প্রথমবারের মতো রিভার মেট্রো জার্নির নিচে উপভোগ করবেন। এসপ্ল্যানেড উত্তরদক্ষিণ এবং পূর্বপশ্চিম মেট্রোর ইন্টারচেঞ্জিং স্টেশন হতে চলেছে। পূর্বপশ্চিম করিডোর থেকে উত্তরদক্ষিণ করিডোরে যাত্রীদের নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করার জন্য এবং এর বিপরীতে, দেশের প্রাচীনতম মেট্রো স্টেশনগুলির মধ্যে একটি এসপ্ল্যানেড স্টেশনে বিস্তৃত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যাত্রীরা এই দুটি করিডোরে একটি একক টোকেন বা স্মার্ট কার্ড দিয়ে নির্বিঘ্নে ভ্রমণ করতে পারবেন। এর জন্য তাদের আলাদা স্মার্ট কার্ড বা টোকেন কিনতে হবে না।

মেট্রো ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে ৭টি নতুন AFC-PC গেট ইনস্টল করা হয়েছে। এই দ্বিমুখী গেটগুলি ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে এবং এগুলি যাত্রীদের এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন চত্বরের অর্থপ্রদানের এলাকায়থেকে সহজে প্রবেশপ্রস্থান করতে সক্ষম করবে। এই আধুনিক গেটগুলো প্রতি মিনিটে ৪৫ জন যাত্রী বহন করতে পারে। এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে নামার পর যাত্রীরা এই গেটে তাদের মেট্রো টোকেন বা স্মার্ট কার্ড পাঞ্চ করতে পারবে। এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে, ২৫টি AFC-PC গেট থাকবে, যার মধ্যে ১১টি গেট উত্তরদক্ষিণ এবং পূর্বপশ্চিম মেট্রো করিডোরের যাত্রীদের পরিষেবা দেবে।

একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত শুভেন্দু অধিকারীর চুল স্পর্শ করছে না কেউ

কলকাতাঃ লোডশেডিং এ জেতা এরা যে বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী ঠিক করছেন কবে কখন কার বাড়িতে কেন্দ্রীয় এজেন্সি রেড করতে যাবে। কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের ইঞ্জিনিয়ারিং এ এবং এর রাজ্যের বিজেপি নেতাদের অঙ্গগুলি হেলনে এর রাজ্যের শাসকদলের একাধিক নেতা নেত্রীর বাড়ি কেন্দ্রীয় এজেন্সি রেট করছে। অথচ যে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে নারদা তে টাকা নেওয়া থেকে শুরু করে একাধিক কোঅপারেটিভ ব্যাংকের টাকা তো শুরু ল্যাম পোস্ট কেলেঙ্কারি সহ একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত তার চুল স্পর্শ করছে না কেউ। এটা প্রমাণ করে এরা যে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শুভেন্দু অধিকারী সহ এ রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্ব কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ও তাদের নেত্রী বর্গের মদতে চক্রান্ত করছে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

একশ দিন পরেও হামাস মুক্তি দিল না বাকি পণবন্দিদের

গাজা ঃ কিছু বন্দিকে আগেই মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনো বহু পণবন্দি হামাসের হাতে বন্দি। বাইডেন বলেছেন, তিনি তাদের ঘুরে ফিরিয়েই ছাড়বেন।

রোববার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানিয়েছেন, একশ দিন হয়ে গেল, এখনো হামাসের হাতে বন্দি অন্তত ১৩০ জন। এর মধ্যে ছয়জন অ্যামেরিকান আছেন। তিনি এবং তার দল প্রতিনিয়ত এই বন্দিদের কীভাবে মুক্ত করা যায়, তার পরিকল্পনা চালিয়ে যাচ্ছেন। নিয়মিত বৈঠক করছেন। ওই বন্দিদের মুক্ত করা তার কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

বাইডেন জানিয়েছেন, গত এই একশ দিন ধরে লাগাতার বন্দিদের মুক্ত করার জন্য নানা কাজ করা হয়েছে। দ্রুত যাতে তাদের মুক্ত করা যায়, তার ব্যবস্থা হচ্ছে। একইসঙ্গে ওই বন্দিদের স্বাস্থ্যের খবর রাখা হচ্ছে সর্বদা।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর হামাস ইসরায়েল থেকে শতাধিক ব্যক্তিকে পণবন্দি করে। হামাসের গুলিতে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। তার পরেই ইসরায়েল হামাসের বিরুদ্ধে অভিযানে নামে।

এক ইসরায়েলি ফুটবলারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে তুরস্ক। সাগিভ নামের ওই খেলোয়াড় তুরস্কে অনুষ্ঠিত একটি ম্যাচে গোল দেয়ার পর নিজের বাঁ হাতের ব্যান্ডেজটি তুলে দেখান। সেখানে লেখা আছে একশ দিন এবং ৭ নভেম্বর। তুরস্কের বক্তব্য, খেলার সময় ওই লেখাটি দেখিয়ে ফুটবলার ঘৃণা ছড়ানোর চেষ্টা করেছেন। তার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের করা হয়েছে।

কোনো কোনো সংবাদমাধ্যম দাবি করছে ওই ফুটবলারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু সূত্র জানাচ্ছে, সরকারিভাবে তাকে এখনো গ্রেপ্তার করা হয়নি।

এদিকে হামাস একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে রোববার। সেখানে দেখা যাচ্ছে, তিনজন পণবন্দি প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে। তারা নিজের দেশের সরকারকে বলছেন, ইসরায়েল যেন দ্রুত তাদের অভিযান বন্ধ করে। তাহলেই একমাত্র তারা মুক্তি পাবে। হামাসের এই ভিডিও সমাজমাধ্যমেও ছড়িয়ে গেছে।

ইউক্রেনে শান্তি আনতে সুইজারল্যান্ডে আলোচনা

ইউক্রেন ঃ দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে যোগ দিতে আশা ৮৩টি দেশের প্রতিনিধিরা ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির শান্তি ফর্মুলা নিয়ে চতুর্থ দফার আলোচনা করেছেন। মস্কোর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কিছু দেশও তাতে অংশ নিয়েছে। ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলার প্রশ্নে ইউরোপ, অ্যামেরিকাসহ পশ্চিমা জগতের অবস্থান মোটামুটি এক রকম থাকলেও বাকি বিশ্ব কমবেশি উদাসীনতা দেখিয়ে আসছে। বিশেষ করে দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলি রাশিয়ার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক পদক্ষেপও নেয় নি। বৃহত্তর সমর্থনের অভাবে প্রায় দুই বছর ধরে আক্রান্ত দেশ হওয়া সত্ত্বেও ইউক্রেন আন্তর্জাতিক মঞ্চে যথেষ্ট সমর্থন ও সহায়তা পাচ্ছে না। সুইজারল্যান্ডের দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে যোগ দিতে গিয়ে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি সেই অবস্থা কিছুটা হলেও বদলানোর চেষ্টা করছেন। রোববার ৮০টিরও বেশি দেশ সেখানে ইউক্রেন সংকট সমাধানে শান্তির ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা করেছে। তবে রাশিয়াকে সেই আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো হয় নি। বরং স্থায়ী শান্তির লক্ষ্যে জেলেনস্কির দশ দফা প্রস্তাবের ভিত্তিতে ৮৩টি দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এই নিয়ে চতুর্থবার আলোচনায় বসেছেন। এর আগে কোপেনহেগেন, জেদ্দা ও মাল্টায় তাঁরা মিলিত হয়েছিলেন। জেলেনস্কির দফতরের কর্মকর্তা আন্দ্রিই ইয়েরমার্ক ও সুইস পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইগনাৎসিও কাসিস যৌথভাবে ডাভোসের আলোচনার সভাপতিত্ব করেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে সুইস পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ঠিক সময়ে রাশিয়াকেও সেই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্য রয়েছে। তবে বর্তমানে ইউক্রেন ও রাশিয়া এখনো সেই পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত নয়। তবে কাসিসের মতে, রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা ব্রিক্স গোষ্ঠীর সদস্য ব্রাজিল, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা আলোচনায় যোগ দেওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইয়েরমাক বলেন, ইউক্রেনে সামগ্রিক, ন্যায্য ও স্থায়ী শান্তি ফেরানোর উদ্দেশ্যে খোলামেলা পরিবেশে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। তবে তিনি স্বীকার করেন, যে শান্তি অর্জনের উপায় নিয়ে এখনো মতভেদ রয়েছে। তবে স্বাধীনতা, ভৌগলিক অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব এবং আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘের সনদ সম্পর্কে নীতিগত ঐকমত্য রয়েছে। ইয়েরমাক আফ্রিকা ও দক্ষিণ অ্যামেরিকার দেশগুলির সঙ্গে শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে নিজস্ব অবস্থান বুঝিয়ে বলার উদ্যোগ নিচ্ছে। জেলেনস্কি সোমবার নিজে ডাভোসে আসছেন। তার আগেই ইউক্রেনের অবস্থানের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জোরালো করতে এই আলোচনা কিছুটা সহায়ক হবে বলে কিয়েভ আশা করছে।

রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ দেশ চীন রোববারের আলোচনায় যোগ না দিলেও সম্মেলনে কোনো না কোনোভাবে সে দেশকেও ইউক্রেনে শান্তি ফেরাতে শামিল করা হবে বলে সুইস কর্তৃপক্ষ আশা করছে। জেলেনস্কি ২০২২ সালে তাঁর দশ দফার শান্তি পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। সেই ফর্মুলা অনুযায়ী রাশিয়াকে ইউক্রেনের সমগ্র ভূখণ্ড থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে হবে। সেইসঙ্গে যুদ্ধাপরাধের বিচার ও ইউক্রেনের জন্য নিরাপত্তা গ্যারেন্টিও দাবি করছেন তিনি। বলা বাহুল্য রাশিয়া এমন প্রস্তাব শুরু থেকেই নাকচ করে আসছে। আলোচনায় অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে মস্কো পালটা দাবি পেশ করেছে। সবার আগে ইউক্রেনে পশ্চিমা বিশ্বের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার দাবি করছে রাশিয়া। সেইসঙ্গে যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

প্যানেলে নাম নেই, ইন্টারভিউ হয়নি, তাও চাকরি ৫৮ শিক্ষকের

কলকাতাঃ প্যানেলে নাম নেই, ইন্টারভিউ হয়নি, তাও স্কুল শিক্ষকের চাকরি পেয়েছেন ৫৮ জন। আদালতে জানালো স্কুল সার্ভিস কমিশন।

সিবিআই ও ইডির তদন্তে এই ভয়ংকর ঘটনা উঠে আসেনি। বরং আদালতে হলফনামা দিয়ে এই তথ্য দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসি। বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে এসএসসি'র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার এই হলফনামা পেশ করেছেন।

সেখানে বলা হয়েছে নবম ও দশম শ্রেণির ৪০ জন শিক্ষক এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ১৮ জন শিক্ষকের নাম প্যানেলে বা ওয়েটিং লিস্টে নেই। তাদের কোনো পার্সোনালিটি টেস্ট হয়নি। কিন্তু তারা চাকরি করছেন।

তাহলে তারা কী করে চাকরি পেলেন? কীভাবে এটা সম্ভব হলো? এর জবাব হলফনামায় পাওয়া যায়নি। ২০১৬ সালে যে নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, তাতেই এই ৫৮ জনের চাকরি হয়েছে। এসএসসি কারো চাকরি বাতিল করেনি। তাদের বক্তব্য, তাদের কাছে তো কোনো নথি নেই। তাই কীসের ভিত্তিতে চাকরি বাতিল করা হবে? তাদের এই অবস্থানের কথা হলফনামায় এসএসসি স্পষ্ট করে দিয়েছে।

বিচারপতি বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ এখন এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

টিভি৯ মালদহে এমনই এক শিক্ষকের উদাহরণ সামনে এনেছে। এই শিক্ষকের নাম প্যানেলে ছিল না। কিন্তু ২০১৯ সালে তিনি নিয়োগপত্র পান। ২০২১ সালে তিনি কাজে যোগ দেন। সেই শিক্ষকের খোঁজ স্কুলে গিয়ে পওয়া যায়নি। তিনি ফোনও ধরেননি।

এতদিন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি উঠে এসেছিল, তাতে দেখা যাচ্ছিল, ওএমআর শিটে জালিয়াতি করা হয়েছে। কম নম্বর পাওয়াদের চাকরি দেয়া হয়েছে। যারা বেশি নম্বর পেয়েছিলেন তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। লিখিত পরীক্ষায় খুব নম্বর পেলেও ইন্টারভিউতে প্রচুর নম্বর পেয়ে অনেকে চাকরি পেয়েছেন। তখনই অভিযোগ ওঠে, টাকার বিনিময়ে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে।

কিন্তু এখন এসএসসি বলছে, কোনোরকম ইন্টারভিউ হয়নি, প্যানেলে নাম ছিল না, ওয়েটিং লিস্টে নাম ছিল না, কোথাও নাম না থাকা ৫৮ জন চাকরি পেয়েছে। কী করে পেল? কে তাদের নিয়োগপত্র দিলো? কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হলো?এসএসসি এতদিন কী করছিল? এসব কোনো প্রশ্নেরই জবাব নেই।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক সদ্য অবসরপ্রাপ্ত এক শিক্ষক ডয়চে ভেলেকে বলেছেন, ''শিক্ষক নিয়োগ, পুর নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির নানা উদাহরণ আমাদের সামনে এসেছে। কিন্তু এসএসসির হলফনামা থেকে এই যে দুর্নীতির নতুন রূপের দেখা পাওয়া গেল, তা ভয়ংকর। শিক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে।''

ভারত-মালদ্বীপ সম্পর্কে আরো অবনতি

মালেঃ মালদ্বীপ থেকে ভারতীয় সেনা সরিয়ে নেয়ার কথা বললেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট। ১৫ মার্চ পর্যন্ত সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। ভারতের সঙ্গে মালদ্বীপের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ১৯৮৮ সালে মালদ্বীপের সরকার বিরোধী অভ্যুত্থান দমন করেছিল ভারতীয় সেনা। যার নাম ছিল অপারেশন ক্যাকটাস। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভারতীয় সেনা স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উদ্ধারকাজ চালিয়েছে।

ভারত বরাবরই মালদ্বীপের পাশে থেকেছে কারণ, ভারতীয় মূল ভূখণ্ড থেকে মাত্র ৩০০ নটিকাল মাইলের মধ্যে মালদ্বীপ। লাক্ষাদ্বীপ থেকে মাত্র ৭০ নটিকাল মাইল দূরে। ভারত মহাসাগরের উপর অবস্থিত ছোট্ট এই দ্বীপ কৌশলগতভাবে ভারতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই রাস্তাই হলো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ। অন্যদিকে, ভূরাজনৈতিক দিক থেকেও এই অঞ্চলটি ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

একারণে দীর্ঘদিন ধরেই মালদ্বীপে বিভিন্ন দিক থেকে বিনিয়োগ করেছে ভারত। সময় অসময়ে মালদ্বীপের পাশে দাঁড়িয়েছে। মালদ্বীপও ভারতকে 'বড় দাদা'র মতো দেখেছে। সমুদ্র দ্বীপটিতে ভারত একটি ছোট সেনা ঘাঁটি বানিয়েছে। যেখানে ৭০ জন ভারতীয় সেনা আছে। ভারত মহাসাগরে পেট্রলিং করেন এই সেনা অফিসারেরা। বস্তুত, এর মধ্যে ২৪ জন সেনা অফিসার আছেন একটি হেলিকপ্টারের আছে। ২৫ জন একটি ডরনিয়ার সেনা বিমানের দায়িত্বে। ২৬ জন আরেকটি হেলিকপ্টারের দায়িত্বে। দুইজন ইঞ্জিনিয়ার। এই দুইটি হেলিকপ্টার এবং ডরনিয়ার বিমানের সাহায্যে ভারত ওই অঞ্চলে নিজের সামরিক অবস্থান তৈরি করেছে।

মালদ্বীপের সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহামেদ মুইজ্জু এই সম্পর্কটি ছিন্ন করতে চাইছেন। তার কারণ, নতুন এই প্রেসিডেন্ট

চীনপন্থি। অতি সম্প্রতি চীনে গিয়ে শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করে এসেছেন তিনি। সেখান থেকে ফিরেই ভারতীয় সেনা বাহিনী সরিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। ১৫ মার্চের মধ্যে ভারতকে সেনা সরিয়ে নিতে হবে। অন্যদিকে, চীনের সঙ্গে বেশ কয়েকটি নতুন চুক্তি করে এসেছেন তিনি। বিশ্বব্যাংকের হিসেব বলছে, মালদ্বীপের মোট ধারের ২০ শতাংশ চীনের কাছে। অর্থাৎ, মালদ্বীপে বিরাট পরিমাণ বিনিয়োগ করে ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে চীন। এবার তার পরিমাণ আরো বাড়বে।

ঠিক এই জায়গাতেই ভারতের চিন্তা। ভারতে 'প্রতিবেশী প্রথম' পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম দেশ মালদ্বীপ। সেখান থেকে সেনা সরিয়ে নেওয়ার অর্থ ভূরাজনৈতিকভাবে ভারত মহাসাগরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া। এবং একইসঙ্গে সেই কৌশলগত জায়গা চীনের হাতে তুলে দেওয়া।

কূটনৈতিকভাবে ভারত নিশ্চয় চেষ্টা করবে আলোচনার মাধ্যমে এই পরিস্থিতির সুরাহা করতে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা কতটা সফল হবে, তা নিয়ে কূটনৈতিক মহলে যথেষ্ট প্রশ্ন আছে।

ভারতীয় সেনার সাবেক লেফটন্যাট জেনারেল উৎপল ভট্টাচার্য ডয়চে ভেলেকে জানিয়েছেন, ''মালদ্বীপ থেকে সেনা প্রত্যাহার ভারতেরজন্য বড় ক্ষতি। তার চেয়েও বড় কথা, চীন সেখানে আধিপত্য কায়েম করলে ভারতের দুয়ারে থ্রেট তৈরি হবে। ফলে কূটনৈতিক সমাধানের রাস্তা খোঁজা অত্যন্ত জরুরি।''

আইসল্যান্ডে আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত ঢুকছে লোকালয়ে

আইসল্যান্ড ঃ রোববার সকালে রেকেনেস অঞ্চলে দ্বিতীয়বার জেগে ওঠে আগ্নেয়গিরি। লাভাস্রোত ঢুকতে শুরু করেছে স্থানীয় বসতি অঞ্চলে। কয়েকদিনের মধ্যে শখানেক ভূমিকম্প হয়েছে আইসল্যান্ডের ওই অঞ্চলে। তারই জেরে জেগে উঠেছে আগ্নেয়গিরি। মাসখানেক আগে একবার অগ্নুৎপাত হয়েছিল ওই আগ্নেয়গিরিটি থেকে। রোববার সকাল থেকে আবার তা জেগে ওঠে। দ্বীপরাষ্ট্র আইসল্যান্ডের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অবস্থিত রেকেনেস পেননিসুলা। সেখানেই আছে এই আগ্নেয়গিরিটি। রোববার সকাল থেকে আকাশ লাল করে লাভা স্রোত বার হচ্ছে ওই আগ্নেয়গিরিটি থেকে। লাভার যে দেওয়াল এতদিন পর্যন্ত সেখানে ছিল, তা ভেঙে ক্রমশ লাভাস্রোত নীচের দিকে নামতে থাকে। পাহাড়ের নিচেই আছে গ্রিনদাভিক শহর। মৎসজীবীদের ওই এলাকায় ঢুকে পড়ে লাভাস্রোত। তার আগেই অবশ্য একরাতের মধ্যে পুরো শহর খালি করে দেয়া হয়েছিল। তিন হাজার আটশ মানুষ ওই এলাকায় বসবাস করতেন। তাদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। গত নভেম্বরে একের পর এক ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল ওই এলাকা। তখনো একবার তাদের সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। ডিসেম্বর মাসে তারা বাড়ি ফিরেছিলেন। এবার আরো একবার তাদের এলাকা থেকে সরিয়ে দেয়া হলো। লাভাস্রোত শহরে ঢুকে যাওয়ার পর আর তারা সেখানে ফিরে যেতে পারবেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, অগ্নুৎপাত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ওই এলাকার পরিস্থিতি বোঝা সম্ভব নয়। রোববার সকালে একটি স্থানীয় চ্যানেলের ফুটেজে দেখা গেছে গল গল করে লাভা শহরের বাড়িতে ঢুকে পড়ছে। একটি বাড়িতে আগুন লেগে গেছে। দাউদাউ করে সেটি জ্বলছে। দেশের প্রেসিডেংট জানিয়েছেন, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনই বোঝা সম্ভব নয়। তবে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে আছে সরকার। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, অগ্নুৎপাতের জন্য এখনো কোনো উড়ান বাতিল করা হয়নি। আইসল্যান্ডের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, রোববার সকাল ৭টা ৫৭ মিনিটে প্রথম অগ্নুৎপাত শুরু হয় আগ্নেয়গিরিটি থেকে। যেখানে এই ঘটনা ঘটছে সেখান থেকে আইসল্যান্ডের রাজধানী মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে। ওই গোটা অঞ্চলে সতর্কবার্তা জারি হয়েছে।

'গণতন্ত্র বাঁচাও' সমাবেশে শলৎস ও বেয়ারবক

বার্লিন ঃ জার্মানিতে দক্ষিণপন্থিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন হাজারো মানুষ। সেই সমাবেশে ছিলেন শলৎস ও বেয়ারবক। বার্লিন ও পটসডামে এই সমাবেশ হয়। এই সমাবেশের আওয়াজ ছিল, 'গণতন্ত্র বাঁচাও'। সম্প্রতি অনুসন্ধানী মিডিয়া সংস্থা কারেকটিভ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, অতি দক্ষিণপন্থিরা সম্প্রতি পটসডামে বৈঠক করেছিলেন। সেখানে এএফডিপার্টির সদস্যরাও যোগ দেন। অভিবাসীদের কী করে জার্মানি থেকে জোর করে নিজেদের দেশে পাঠানো যায়, তানিয়ে আলোচনা হয়। বার্লিনের প্রতিবাদে অংশ নিয়েছিল ফ্রাইডেস ফর ফিউচারের মতো অনেকগুলি গোষ্ঠী। সেখানে তারা ওই গোপন বৈঠকের বিরোধিতা করেছেন। পুলিশ এখনো জানায়নি, কতজন এই বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিল। তবে সংগঠকদের দাবি, ২৫ হাজার মানুষ এই বিক্ষোভে সামিল হন। পুলিশ জানিয়েছে, দুই হাজার চারশ মানুষ ডুইসবার্গে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। জার্মানির চ্যান্সেলর শলৎস ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও গ্রিন পার্টির নেত্রী বেয়ারবক পটসডামের বিক্ষোভে অংশ নেন। বর্তাসংস্থা ডিপিএকে বেয়ারবক বলেছেন, ''স্থানীয় মানুষ গণতন্ত্রের পক্ষে ও পুরনো ও নতুন স্বৈরচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছেন।'' এএফডি নেতারা যে বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন, সেখানে অস্ট্রিয়ার নব্যনাৎসী নেতা মার্টিন সেলনার দাবি করেছেন, অভিবাসীদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে এবং তারপর তাদের ডিপোর্টেশন বা নিজেদের দেশে ফিরিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। এএফডি নেতৃত্ব অবশ্য এই বৈঠকের থেকে নিজেদের দূরে রাখার চেষ্টা করছেন। তাদের দাবি, এফডির যে সদস্যরা বৈঠকে যোগ দিয়োছিলেন, তারা দলের প্রতিনিধি হিসাবে সেখানে যাননি। গিয়েছিলেন ব্যক্তিগতভাবে। তারা যে মন্তব্য বা মতপ্রকাশ করেছেন, তা দলের নয়। এএফডির জনপ্রিয়তা কি বাড়তে থাকবে, নাকি ভোটে তারা পরাজিত হবে? জার্মানিতে এই প্রশ্ন উঠছে। আগে বলা হচ্ছিল, এএফডি হলো পূর্ব জার্মানিতে সীমাবদ্ধ একটি দল, তারা সংখ্যালঘু ও অভিবাসীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু গঠিত হওয়ার ১১ বছর পরে এই দল এখন সারা দেশে ভালো ভোট পাচ্ছে। ওপিনিয়ন পোল বা মতামত সমীক্ষার ফল অনুযায়ী, তারা জার্মানিতে দ্বিতীয় সবচেয়ে জনপ্রিয় দল। সিডিইউর পরেই তাদের স্থান। তারা বর্তমান জোটের দল এসপিডি, গ্রিন ও এফপিডির থেকে জনপ্রিয়তায় এগিয়ে। এই দলকে নিষিদ্ধ করার জন্য সাম্প্রতিককালে দাবি উঠেছে। তবে এই ঘোষণা করার জন্য যে কঠিন সাংবিধানিক ও আইনগত বাধার মুখে পড়তে হবে। তাছাড়া এই ধরনের কাজ করলে এএফডিও এটা বলার সুযোগ পাবে যে, তারা সরকারের চক্রান্তের শিকার। যারা এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে তারা বলেন, এএফডিকে নির্বাচনে হারাতে হবে এবং বিতর্কে পরাস্ত করতে হবে। জর্মানিতে ভোটদাতারা আগামী গ্রীষ্মে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচনে এবং বেশ কয়েকটি রাজ্যের নির্বাচনে তাদের মতপ্রকাশের সুযোগ পাবে। এই রাজ্যগুলি বেশিরভাগ পূর্ব জার্মানিতে, যেখানে এএফডির শক্তি বেশি। জাতীয় স্তরেও তারা ভালো ফল করতে পারে।

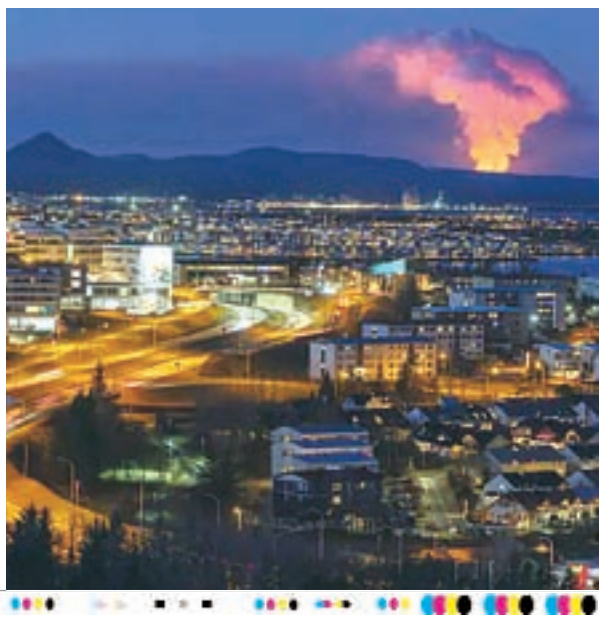

সম্পাদকীয়

মিয়ানমারের চলমান সংঘাত ও রোহিঙ্গা ইস্যু

রোহিঙ্গারা তাদের বাসভূমি মিয়ানমার থেকে স্থানীয় রাখাইন ও মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নির্যাতনের শিকার হয়ে প্রাণভয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়ার পর গত ছয় বছরেরও বেশি সময়ে নিজ দেশে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও দৃঢ় অবস্থান নিশ্চিত করতে পারেনি। এখনো রোহিঙ্গারা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে মিয়ানমার থেকে বিপৎসংকুল সাগরে ভেসে চলছে নানা দেশের দিকে। তাদের নেতৃত্ব এ সংকট সমাধানে সক্ষমতা দেখাতে পারছে না। রোহিঙ্গাদের স্বার্থ নিয়ে কাজ করা সংস্থাগুলোও এ ব্যাপারে কতটুকু এগিয়েছে, তাও স্পষ্ট নয়। বর্তমানে মিয়ানমার সেনাবাহিনী জাতিগত সশস্ত্র দলগুলোর (ইএও) সমন্বিত আক্রমণে পর্যুদস্ত। ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স গত অক্টোবরে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু করে। তাদের হামলা শুরু হলে ২০২১ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর সবচেয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে সামরিক জান্তা। ন্যাশনালন ইউনিটি গভর্নমেঃট (এনইউজি) দেশের বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ন্ত্রণের দাবি করছে। তারা কূটনৈতিকভাবে জান্তা সরকারকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে। এনইউজি সমর্থিত পিপলস ডিফেন্স ফোর্সের (পিডিএফ) কমান্ডে অন্তত ৩০০ ইউনিট রয়েছে। ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স ২৭ অক্টোবর থেকে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর কাছ থেকে ৪২২টি সেনাঘাঁটি ও সাতটি শহর দখল করে নিয়েছে। এ সমন্বিত আক্রমণে চীন, থাইল্যান্ড ও ভারতের সঙ্গে সীমান্ত বাণিজ্য রুট

এবং বাণিজ্য ক্রসিং পোস্টগুলোর গুরুত্বপূর্ণ বিভাগসহ এক ডজন টাউনশিপ ইএওগুলোর দখলে এসেছে। বর্তমানে মিয়ানমারের প্রায় ৫২ শতাংশ এলাকা ইএও'র কার্যকর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মিয়ানমারের প্রতিরোধ যোদ্ধারা ধর্মীয় ও জাতিগত বিভাজন ভুলে সবাই একসঙ্গে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রাম করছে। মিয়ানমারের চিন রাজ্যে বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানরা মিলে জান্তার বিরুদ্ধে চিনল্যান্ড ডিফেন্স ফোর্সে (সিডিএফ) একত্রে মিয়ানমারের সামরিক জান্তার সঙ্গে লড়াই করছে। সিডিএফ চিন রাজ্যের খ্রিষ্টানদের নিয়ে গঠিত, তবে এতে মিয়ানমারের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠী বামার বৌদ্ধরাও রয়েছে। অভ্যুত্থানের পর থেকে জান্তা বৈধতার জন্য মিয়ানমারে ধর্মীয় বিভাজনের দিকে ঝুঁকেছে। জান্তাপ্রধান মিন অং হ্লাইং বৌদ্ধধর্মের রক্ষক হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করে বৌদ্ধধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে বিভিন্ন জাতিগত এবং ধর্মীয় যোদ্ধারা নিজেদের এক পরিবারের অংশ মনে করে এবং তাদের শত্রু এখন শুধু মিয়ানমার সামরিক বাহিনী। বিভিন্ন জাতিগত, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক পটভূমির যুবকরা প্রতিরোধ গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছে। তারা একটা আদর্শ মিয়ানমার চায়, যেখানে সব জাতি ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে সমান আচরণ, বাক্স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ থাকবে। মিয়ানমারে বহু দশক ধরে সেনাবাহিনীর প্রতি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সমর্থন সেনাবাহিনীর মনোবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে বিভক্তি ও সেনাবাহিনীর প্রতি একতরফা সমর্থন হ্রাসের কারণে অনেক সাধারণ মানুষও সেনাবাহিনীর প্রতি তাদের সমর্থন থেকে সরে এসেছে। মিয়ানমারের সব ভিক্ষু বর্তমান সেনাশাসন সমর্থন করেন না। এখন বৌদ্ধ মঠগুলোতে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হচ্ছে এবং সেখান থেকে অনেকে সশস্ত্র প্রতিরোধ গোষ্ঠীতে যোগ দিচ্ছেন। একসময় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে ঘৃণা ছড়িয়েছিল। এখন অনেক নেতৃস্থানীয় ভিক্ষু মনে করেন, মা বা থা ভিক্ষুরা উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ঘৃণা না ছড়িয়ে রাখাইনের উন্নয়নের জন্য সক্রিয় হলে জনগণের জীবনমানের উন্নতি হতো এবং দেশে শান্তি বিরাজ করত। চলমান প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন, তাদের নিজস্ব অহিংস প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন এবং সীমান্তবর্তী জঙ্গলে ছাত্রদের সঙ্গে অল বার্মা ইয়াং মঙ্কস ইউনিয়ন নামে সংগঠিত হয়ে প্রতিরোধে অংশ নিচ্ছেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে সংগঠিত এ সমন্বিত কার্যক্রমে রোহিঙ্গাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা গেলে তা জাতিগত সম্প্রীতি বৃদ্ধিতে ও রোহিঙ্গাদের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নবীনপ্রবীণের সম্পর্ক উন্নয়নে পারস্পরিক দায়বদ্ধতা

বয়স বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় মানুষকে শৈশব থেকে কৈশোর, এরপর তরুণ এবং সর্বশেষ প্রৌঢ়ত্বের কাল অতিক্রম করতে হয়। মানুষের প্রাপ্তবয়স্কতা ধরে নেওয়া হয় যখন তারা তরুণ বয়সে পদার্পণ করে। এ প্রাপ্তবয়স্কতাকে সাধারণত কয়েকটি সময়কালে বিভক্ত করা হয়। ১. যৌবন বা প্রারম্ভিক প্রাপ্তবয়স্কতা (Young Adulthood), যার সময়কাল থাকে ১৮ থেকে ৩৯ বছর পর্যন্ত। এ বয়সসীমার ব্যক্তিদের বলা হয়ে থাকে নবীন প্রজন্ম ২. মধ্য প্রাপ্তবয়স্কতা (Middle Adulthood), যার সময়কাল ৪০ থেকে ৫৯ বছর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এ সময়কালের ব্যক্তিদের বলা হয় মধ্যবয়সি। ৩. বৃদ্ধ প্রাপ্তবয়স্কতা (Old Adulthood), যা ৬০ বছর থেকে শুরু করে ৭৪ বছর সময়কাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এ সময়ের ব্যক্তিদের বলা হয় বৃদ্ধ। এবং ৪. প্রৌঢ় প্রাপ্তবয়স্কতা (Elderly Old Adulthood), যার সময়কাল ৭৫ বছর ও তদূর্ধ্ব। এ সময়ের ব্যক্তিদের বলা হয়ে থাকে প্রৌঢ়। তবে, প্রাপ্তবয়স বিবেচনায় মধ্যবয়সি, বৃদ্ধ ও প্রৌঢ় উভয় ক্যাটাগরির ব্যক্তিদের আমাদের দেশে প্রবীণ প্রজন্ম বলে আখ্যায়িত করা হয়। অনেকে সম্মানসূচক সম্মোধনে তাদেরকে মুরুব্বি বলে মূল্যায়ন করে থাকে। আধুনিক সভ্যতায়, বর্তমানে তাদেরকে জ্যেষ্ঠ নাগরিক বা সিনিয়র সিটিজেন হিসাবেও অভিহিত করা হয়।

মো. মাহমুদুল হাছান
প্রাবন্ধিক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত বিশ্বের অনেক দেশেই একজন প্রবীণ নাগরিক হলেন অবসরের বয়সের যে কেউ বা এমন একজন ব্যক্তি যার বয়স ৬০ থেকে ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব। জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা২০১৩ অনুযায়ী, ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সি ব্যক্তিরা প্রবীণ। বর্তমানে প্রবীণদের সংখ্যা দেড় কোটিরও বেশি। ২০২৫ সাল নাগাদ প্রবীণের সংখ্যা দুই কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে অনুমান করা হয়। প্রবীণ বলি আর সিনিয়র সিটিজেন বলি তাদের অনেকেরই শেষ জীবনে সঙ্গী হয় অসহায়ত্ব ও একাকিত্ব। আবার কারও জীবনে শেষ আবাসস্থল হয় বৃদ্ধাশ্রম। এ সময় তাদের জন্য প্রয়োজন আলাদা যত্ন এবং সেবা। পৃথিবীর সব মানুষকেই ক্রমবর্ধমান বয়সের ধারায় প্রবীণ হতে হবে ও তাদেরই সন্তানসন্ততি হয়তো নবীন বয়সে অবস্থান করতে পারে। এভাবেই জীবনের ঘূর্ণায়মান চক্রে মানুষ নবীন থেকে প্রবীণ হয়। আজ যারা শিশু থেকে নবীন, সময়ের ব্যবধানে তারা প্রবীণ হয়ে ওঠেন। সুতরাং নবীনরা যদি তাদের প্রবীণ বাবামা, আত্মীয়স্বজন বা সমাজের বয়স্কদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে পারে, তাহলে তারা যখন প্রবীণদের সারিতে যুক্ত হবেন, তখন তাদেরও প্রবীণ জীবনের প্রকৃত অনুভূতি ও প্রত্যাশা জাগ্রত হবে।

অধুনা বিশ্বে নবীন ও প্রবীণ উভয়ের একে অন্যের প্রতি অনেক দায়বদ্ধতা রয়েছে। জীবনচক্রে প্রবীণরা শিশুদের মতো আনন্দউল্লাস ও আদরভালোবাসায় সিক্ত হতে চায়। তাদের প্রতি নবীনদের বিশেষ যত্ন প্রবীণদের সুন্দর জীবনের আনন্দ দেয়। অন্যদিকে, প্রবীণদের সাহচর্যে নবীনরাও হয়ে ওঠে জ্ঞানেগুণে ও দক্ষতাঅভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। সুতরাং নবীন প্রজন্ম ও প্রবীণ প্রজন্ম

যত বেশি সময় একসঙ্গে কাটাতে পারে, উভয় পক্ষই তত বেশি উপকৃত হতে পারে। নবীনদের একটি উষ্ণ এবং সংক্রামক শক্তি আছে, যা প্রবীণদের কাঙ্ক্ষিত আনন্দ আনতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা যায়, প্রবীণদের সঙ্গে নবীনদের সংযুক্তি উভয়ের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে, যোগাযোগ দক্ষতা উন্নত করতে ও স্মৃতিশক্তির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।

নবীনপ্রবীণদের সুসম্পর্কের কারণে সমাজে বসবাসরত শিশুরাও বিভিন্নভাবে উপকৃত হতে পারে। এমন অনেক শিশু আছে, যাদের কারও কারও নিজের দাদাদাদি নাও থাকতে পারে, তারা সমাজের প্রবীণদের সঙ্গে সময় কাটানোর কারণে অনেক সুবিধা লাভ করতে পারে। প্রবীণদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় শিশুরা শিক্ষাগত যোগ্যতা ও নৈতিক দক্ষতা বিকাশে উপকৃত হতে পারে। সিনিয়র নাগরিক বা প্রবীণরা স্বভাবতই খুব ধৈর্যশীল এবং উত্তম শ্রোতা হয়ে থাকেন। তারা শিশুদের কথা পূর্ণমনোযোগ সহকারে শুনতে পারেন, যা শিশু এবং নবীনদের মধ্যে ধৈর্য ও শ্রবণ দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

নবীন ও প্রবীণদের মধ্যকার সম্পর্ক একটি আন্তঃপ্রজন্মগত সম্পর্ক, যার ইতিবাচক বন্ধন উভয়কেই সমানভাবে সুবিধা দিতে পারে। প্রবীণ প্রজন্মের জ্ঞান এবং জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চিত ভান্ডার থেকে নবীনরা সমৃদ্ধ হতে পারে। কারণ, প্রজ্ঞা, দক্ষতা এবং জীবনের পাঠগুলো আন্তঃপ্রজন্মগত সম্পর্কের মাধ্যমে তারা একে অন্যের সঙ্গে বিনিময় করতে পারে। এতে প্রবীণরা যেমন নবীনদের অন্তর্দৃষ্টি ও নির্দেশিকা অর্জনে সহায়তা করে, তেমনি নবীন প্রজন্মও প্রবীণদের কাছে তাদের নতুন, 'আউট অফ দ্য বক্স' চিন্তাভাবনা ও সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম হতে পারে। জ্ঞানের এ স্থানান্তর প্রজন্মের ব্যবধান ঘোচাতে সাহায্য করে ও উভয়ের ব্যক্তিগত বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে। নবীন ও প্রবীণদের আন্তঃপ্রজন্মীয় সম্পর্কগুলো উভয়ের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার সঙ্গে যুক্ত। এতে নবীন প্রজন্ম প্রবীণদের অনুপ্রেরণা ও সফলতার ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং হতাশা ও উদ্বেগ কমিয়ে জ্ঞানীয় কার্যকারিতা বাড়াতে পারে। আন্তঃপ্রজন্মের সংযোগগুলো নবীনদের জন্য আত্মিক অনুভূতি, মানসিক স্থিতিশীলতা ও জীবনের প্রতি একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করতে পারে।

এটি শুধু নবীনদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্কের উন্নয়নই নয়, বরং সমাজের মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কেও অবহিত করে সুখের অনুভূতি সৃষ্টিতেও সাহায্য করে। যখন সিনিয়র সিটিজেন বা প্রবীণ সম্প্রদায় তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করে, তখন নবীন প্রজন্ম যুগের চাহিদা অনুযায়ী নিত্যনতুন প্রযুক্তি, সাংস্কৃতিক প্রবণতা এবং সামাজিক সমস্যাগুলোর ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে। জ্ঞানের এ আদানপ্রদান পারস্পরিক সম্পর্ককে যেমন উন্নত করে, তেমনই তাদের মধ্যে একে অন্যকে বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক দক্ষতাও বাড়াতে সাহায্য করে।

আন্তঃপ্রজন্মের সম্পর্কগুলো নবীন ও প্রবীণ উভয়ের জন্য মানসিক সমর্থন এবং সাহচর্য প্রদান করে। প্রবীণরা নবীনদের জন্য পরামর্শদাতা বা রোল মডেল হিসাবে কাজ করে। অন্যদিকে, প্রবীণরা প্রায়ই নবীন প্রজন্মের শক্তি, উদ্দীপনা এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপকৃত হন। একে অন্যের সাহচর্য এবং পারস্পরিক সমর্থন তাদেরকে একাকিত্ব এবং বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি থেকে দূরে রাখে।

প্রবীণদের সঙ্গে যুক্ত থাকলে নবীনদের যোগাযোগ দক্ষতা, সহানুভূতি, সম্মান এবং ধৈর্যধারণ ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। অন্যদিকে, প্রবীণরা নবীনদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার ফলে সামাজিক আনন্দ ও বিনোদন লাভ করতে পারে এবং তাদের মধ্যে এক ধরনের মানসিক উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

মোটকথা, নবীনপ্রবীণদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রবীণদের মাঝে আধুনিক প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নত করে, তাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্ত থাকার সাহস জোগায় এবং তাদের মধ্যে সম্ভাব্য একাকিত্বের বেদনানাশ করতে এবং বিষণ্নতা দূর করতে সাহায্য করে। অনুরূপভাবে, নবীনরাও প্রবীণদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের আলোকে নিজেদের প্রস্তুত করতে পারে এবং তারা সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ, সামাজিক সংহতি, বয়স্কতাকে মোকাবিলা, মনোবল বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারে। নবীনপ্রবীণের পারস্পরিক এ সুসম্পর্ক সমাজে অন্তর্ভুক্তিমূলক সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে এবং প্রজন্মগত উন্নয়ন ও সামাজিক শান্তিশৃঙ্খলা উন্নত করে।

তাই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হলো নবীনপ্রবীণের মাঝে সব ধরনের দূরত্ব কমিয়ে আনা, প্রবীণদের স্বাস্থ্যবিষয়ক সহায়তা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা, প্রবীণদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করা, প্রবীণ বয়সে আর্থিক সংকট দূরীকরণে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদানসহ প্রবীণ আপনজনকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর ইচ্ছাকে দূর করে সমাজের মানোন্নয়ন করা। একইভাবে, আমাদের যারা প্রবীণ সম্প্রদায় রয়েছেন, তাদেরও কর্তব্য নবীনদের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করা। একটি উন্নত জাতিসত্তা গঠনে সচেষ্ট থাকা। সুতরাং নবীনপ্রবীণের সম্পর্ক হোক আজীবন সুন্দর ও সুফলবাহী এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে সমাজ হয়ে উঠুক সমৃদ্ধিশালী, এ প্রত্যাশা আমাদের সবারই।

বিমানের ভিতরেই পাইলটকে পেটালেন যাত্রী

বিমান ছাড়তে দেরি হবে যাত্রীদের উদ্দেশে এমন বার্তা দেন পাইলট। এমন ঘোষণা শোনার পরই পাইলটকে বেধড়ক মারধর শুরু করেন বিমানে থাকা এক যাত্রী। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতের ইন্ডিগো বিমানে এ ঘটনা ঘটে।

বিমানটি উড্ডয়নের জন্য প্রথম যে পাইলটকে প্রস্তুত রাখা হয়, তিনি আসতে না পারায় তার পরিবর্তে নতুন পাইলট আনা হয়। পরে নতুন পাইলট বিমান ছাড়তে ঘণ্টাখানেক দেরি হবে এমন ঘোষণার পরই বিমানের পেছনের সারিতে বসা এক যাত্রী ওই পাইলটকে থাপ্পড় মারেন। তবে ইন্ডিগো এয়ারের ঠিক কোন ফ্লাইটে এমন ঘটনা ঘটেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ভিডিও দেখার পর এক্স হ্যান্ডেল ব্যবহারকারীদের একজন লিখেছেন, বিমান দেরিতে ছাড়ার ক্ষেত্রে পাইলট বা ক্রু'র দোষ কী? তারা শুধু তাদের দায়িত্ব পালন করেন। ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা উচিত এবং তাকে কখনো বিমানে উঠতে দেওয়া উচিত নয়।

ফ্লাইট ট্রাকার ওয়েবসাইট ফ্লাইট রাডার ২৪ জানিয়েছে, এ ঘটনাটি দিল্লি বিমানবন্দরে হবে। কারণ সেখানে ১১০টি ফ্লাইট দেরিতে ছাড়া হয়েছে। এ ছাড়া বাতিল করা হয়েছে ৭৯ ফ্লাইট। প্রত্যেকটি ফ্লাইট গড়ে ৫০ মিনিট দেরিতে ছেড়েছে।

জানা অজানা

'হুথিদের অস্ত্রের জাহাজ' জব্দ করতে গিয়ে দুই মার্কিন নৌসেনা নিঁখোজ

যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর দুই নেভি সিল কমান্ডো ইয়েমেনগামী অস্ত্রের চালান জব্দ করতে গিয়ে সমুদ্রে হারিয়ে গেছেন। অভিযোগ রয়েছে, ইরান ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের জন্য জাহাজে করে একটি অস্ত্রের চালান পাঠিয়েছিল।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট পরিচয় গোপন রাখা দুই কর্মকর্তার বরাতে সোমবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার ওই দুই নৌ কমান্ডো উত্তাল সমুদ্রে হারিয়ে যান। এই দুই কমান্ডোর খোঁজ এখনো পাওয়া যায়নি। তাদের খুঁজে পেতে এখনো অভিযান চলছে। অস্ত্রের চালান জব্দ করতে গিয়ে বিশাল সমুদ্রে তাদের হারিয়ে যাওয়ার খবর তিনদিন পর প্রকাশ্যে এলো। ওই কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সোমালিয়া উপকূলে আদেন উপসাগরের উত্তাল সমুদ্রে একটি জাহাজে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ওই সেনারা। তাদের ধারণা ছিল জাহাজটিতে অস্ত্র রয়েছে। ওই সময় সিঁড়ি থেকে পা পিছলে সমুদ্রে পড়ে যান এক কমান্ডো। তখন তাকে বাঁচাতে আরেকজন সাগরে ঝাঁপ দেন। তবে কোন সূত্রে তারা জাহাজটিকে সন্দেহ করেছিলেন তা এখনো স্পষ্ট নয়। নেভি সিলের প্রটোকল অনুযায়ী, যদি কোনো সহকর্মী সমুদ্রে পড়ে যান তাহলে অপর সেনা তাকে উদ্ধারে সমুদ্রে নামতে বাধ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মুখপাত্র জন কিরবি জানিয়েছেন, হুথিদের কাছে ইরানের অস্ত্র সরবরাহের বিঘ্ন ঘটানোর অভিযানের অংশ ছিল এটি। তিনি আরও জানিয়েছেন, শুক্রবার ইয়েমেনজুড়ে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য যে যৌথ হামলা চালিয়েছে সমুদ্রে অস্ত্র আটকের চেষ্টার সঙ্গে ওই হামলার কোনো সম্পর্ক নেই।

সাময়িকী

ভেজালের ভিড়ে উধাও হচ্ছে আসল

ফখরুল ইসলাম
প্রাবন্ধিক

তখনও নভেম্বর শেষ হয়নি, ঘাসের ডগায় পড়েনি শিশির। সারা দেশের আবহাওয়া বেশ গরম। এ বছর আগাম শীতের আমেজও নেই। শীতের উপহার মধুবৃক্ষ খেজুরগাছ থেকে রস নামানোর জন্য গ্রামাঞ্চলের পরিচিত গাছিরা কেবল বড় কাস্তে বা হাঁসুয়াতে শান দেওয়ার কথা ভাবছেন। কেউ কেউ মালিকের খেজুরগাছ লিজ নেওয়ার জন্য দামদর শুরু করেছেন। ঠান্ডা ও কুয়াশা না পড়লে খেজুরগাছে রসের হাঁড়ি লাগানো হয় না। রস নামানো শুরু হয়নিঅথচ বাজারে নতুন খেজুরের গুড় বিক্রির ধুম পড়ে গেছে।

শুধু খেজুর গুড়খ্যাত দেশের বিখ্যাত জেলাগুলোতেই নয়অনলাইনে নতুন খেজুর গুড় বিক্রির জন্য ছবিসহ বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্রেতা আকর্ষণের চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। সম্প্রতি বাজার থেকে নতুন খেজুর গুড় কিনে এনে বাসায় পায়েস তৈরিও হয়ে গেছে! সেদিন সকালে নাশতার টেবিলে জানানো হলো, নতুন খেজুর গুড় দিয়ে তৈরি পায়েসখেতে কেমন স্বাদ হয়েছে? সময়ের তাড়া থাকায় সামান্য একটু মুখে দিয়ে শুধু হুঁহ্যাঁ করে মাথা নেড়ে অফিসে দৌড়াতে হলো।

আমার একজন সহকর্মীর মৌসুমি ফল ও ভেষজ দ্রব্যাদি সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান আছে। তিনি বিভিন্ন ফলবাগান মালিকদের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রাখেন এবং ভেজালমুক্ত পণ্য সরবরাহ করে থাকেন। তাকে এ বছরের নতুন খেজুর গুড়ের কথা বলতেই কিছুটা রেগে গিয়ে সাবধানিবাণী শোনালেন। তা হলোতিনি অনলাইনে বিজ্ঞাপন দেখে নিজেও নতুন খেজুর গুড় কেনার জন্য অর্ডার করতে তার পরিচিত 'গাছি' ব্যবসায়ীর সঙ্গে দুদিন আগে যোগাযোগ করেছিলেন। তিনি তাকে নতুন খেজুর গুড় সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন তা বড় ভয়ংকর। তাকে জানানো হয়েছে, একজন গুড় ব্যবসায়ী ইতোমধ্যে ২০ মন নতুন খেজুর গুড় বিক্রি করে মুনাফা করেছেন কিন্তু তিনি নিজে এ কাজে এখনো হাত দিতে পারেননি। কারণ শীত না পড়ায় ডিসেম্বরের আগে আমাদের এলাকায় খেজুর গাছে রসের হাঁড়ি লাগানো হয়নি। কাজেই ইতোমধ্যে যারা বাজারে নতুন খেজুর গুড় বলে বিক্রি শুরু করেছে, সেগুলো নতুন গুড় নয়। প্রতিবছর খেজুর গুড় তৈরির সময় নালি বা ময়লাগাদসহ যেসব উচ্ছিষ্ট গবাদিপশুর খাবারের জন্য ড্রাম ভরে রেখে দেওয়া হয়, সেগুলোতেও খেজুর রসের গন্ধ থাকে। সেসব নালিকে পুনরায় চুলায় জ্বাল দিয়ে তার সঙ্গে অতিরিক্ত চিনি, হাইড্রোজ, ফিটকিরি ও নানা ক্ষতিকর কেমিক্যাল মিশিয়ে 'নতুন খেজুর গুড়' তৈরি করে বাজারে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তিনি জানালেন, এ অসাধু পন্থায় কেউ ২০ মন বিক্রি করে অবৈধ মুনাফা করলেও তিনি মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য সে অন্যায় কাজ করতে পারেন না। আরেকটি বিষয় হলো, যশোরের শার্শা, মনিরামপুর, চৌগাছা, রাজশাহীর বাঘা, বানেশ্বর, নাটোরের বড়াইগ্রাম, লালপুর, বাগাতিপাড়া, চারঘাট, বৃহত্তর কুষ্টিয়া, ফরিদপুরের বিভিন্ন জায়গায় একইভাবে অসাধু পন্থায় সময়ের আগে রস ছাড়াই নতুন খেজুর গুড় তৈরি করে বাজারে সয়লাব করে দেওয়া হয়েছে। আসল খেজুরের গুড় অনেকটা নরম প্রকৃতির এবং রং বাদামি ও কিছুটা কালচে ধরনের হয়ে তাকে। চিনি মেশালে খেজুর গুড় বেশ শক্ত হয়। ভেজাল গুড়কে হাইড্রোজ, ফিটকিরি দিয়ে পরিষ্কার করে বিষাক্ত রং মিশিয়ে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

এছাড়া আমাদের দেশে সব জেলায় গ্রীষ্মকালে তালের রস নামানো হয়। সাধারণত ভাদ্র মাসে তালের রস পরিমাণে অনেক বেশি হয়। তালের রস সংগ্রহ করে সেগুলোতে খেজুরের নালিগাদ গন্ধ ব্যবহার করে তালের গুড়কে খেজুরের গুড় বলে চালিয়ে দেয় অনেক ভেজালকারী। এসব তালের গুড় খুব শক্ত হয়। চিনি মিশিয়ে তালের গুড়ের মিষ্টি বাড়িয়ে তেতো ভাব দূর করা হয়। আমের মৌসুমে একই কায়দায় অনেকে কেমিক্যাল মিশিয়ে আম পাকায় এবং অবৈধ মুনাফা অর্জন করে থাকে। তিনি আরও জানালেন, আজকাল শীত মৌসুমে আগেকার দিনের মতো পিঠাপুলি, প্যারা সন্দেশ, ক্ষীরপায়েসে স্বাদ পাওয়া যায় না কেন। এখন প্রাকৃতিক সুগন্ধি চাল নেই, সেই চালের আটাও নেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে খেজুর গুড় নকলভেজাল করে ক্রেতাদের সঙ্গে প্রতারণা করার প্রতিযোগিতা। তিনি বললেন, বাজার থেকে মাঘের আগে নতুন খেজুর গুড় না কিনতে। কারণ, মাঘ মাসে বেশি শীতে বেশি মিষ্টি খেজুর রস পাওয়া যায় এবং সেই রসের গুড় বেশ ভালো মানসম্পন্ন হয়ে থাকে। কিছুটা কৌতূহলবশত জিজ্ঞাসা করলাম, ওখানে ভোক্তা অধিকারের বাজার তদারকি টিম যান না? এসব অপরাধীকে জেলজরিমানা করে না? বললেন, এসব ভেজাল গুড় তৈরির সংবাদ পেলে মাঝেমধ্যে যান। কিন্তু যেসব এলাকায় অতি গোপনে ভেজাল গুড় তৈরি হয়, সেখানে তারা পৌঁছাতে পারেন না। জরিমানা করলে ওরা জরিমানা দেয়। কিন্তু তদারকি টিম চলে যাওয়ার পর জরিমানার ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পুনরায় বেশি বেশি ভেজাল গুড় তৈরি করতে তৎপর হয়ে পড়ে। কারণ, ওদের মনের মধ্যে প্রতারণার কালিমা ছেয়ে গেছে। কথায় বলে, 'কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না'। আজকাল সব জায়গায় বিষয়টি এমন হয়ে গেছে। এবার তার কথায় অনেকটা হতাশার ভাব লক্ষ করলাম। আসলে খাদ্য বাজার ভেজাল পণ্যে সয়লাব। ইরি ধানের চাল কয়েকবার কেটে চিকন করে সুগন্ধি মেখে পোলাও চাল, মাছে রং ও ফরমালিন, সরিষার তেলে বিষাক্ত রঙের ঝাঁজ, চালডালে কংকর, গুঁড়ো মশলায় ইটকাঠের গুঁড়া, ফলের মধ্যে ফরমালিনআরও কত কী মেশানো হচ্ছে! আমরা যাব কোথায়? আর খাব কী? অপরাধীদের জেলজরিমানা করলেও ভেজাল খাদ্যের কারণে রোগবালাই থেকে মানুষের রেহাই নেই। দেশের মাথা থেকে তৃণমূল পর্যন্ত সবকিছুতে ভেজালের ছড়াছড়ি। এসব ভেজাল পণ্য কিনতে হচ্ছে অতি চড়া দামে। অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যবাজার দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়ে নিুআয়ের ক্রেতাদের অর্ধপঙ্গু করেছে। আমাদের 'সর্বাঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দেব কোথা?' খেজুরগাছের নতুন রস হাঁড়িতে না পড়তেই যদি বাজারে সেই নতুন রসের গুড় বিক্রির ধুম পড়ে যায়, তাহলে আমরা কতটা নিচে নেমে গেছি তা ভাবতে পারেন? এত মূল্যবান কথা শুনে ভাবলাম, সেই গুড়ের দোকানদার যেহেতু অনেকটা পরিচিত, বাসায় যদি সেই কেনা ভেজাল গুড়ের অবশিষ্ট কিছু থেকে থাকে, তাহলে সেগুলো তাৎক্ষণিক ফেরত দিয়ে আসতে বলব। আর জিজ্ঞাসা করলে বলবএ বছর তখনও গাছ থেকে নতুন রসই নামেনি, অথচ নতুন গুড় পেয়েছিলেন কীভাবে? হয়তো দোকানদারের মুখে আরও অজানা তথ্য পাওয়া যাবে, যেটা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতের চেষ্টায় নীতিগত কাজে লাগতে পারে।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

আধুনিক যুগে প্রাচীন সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে ঃমধুসূদন গোরাই

নিমডিহ ঃ ঘাঘরার মকর মেলায় সংস্কৃতিপ্রেমীদের প্রচুর ভিড় জমে

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ সরায়কেলা জেলার চান্ডিল মহকুমা এলাকায় ধুমধাম করে পালিত হচ্ছে মকর সংক্রান্তির উৎসব। সকাল থেকেই মকরস্নান নিতে নদীর ঘাট ও পবিত্র জলাশয়ে ছিল ভক্তদের ভিড়। স্নান করার পরে, লোকেরা ভগবান সূর্যকে জল নিবেদন করেন। মন্দিরে দর্শন ও পূজার জন্য ভক্তদের ব্যাপক ভিড় ছিল। মকর সংক্রান্তির দিন দক্ষিণায়ন থেকে সূর্য উত্তরায়ণে প্রবেশ করে। মকর সংক্রান্তির উৎসব শুধুমাত্র এই বিশেষ দিনে পালিত হয় না। মকর সংক্রান্তির দিন এবং পরবর্তী এক মাস ধরে মহকুমা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় টুসু মেলার আয়োজন করা হয়। টুসু মেলার পাশাপাশি এলাকায় ফুটবল প্রতিযোগিতা ও মুরগা পাড়ার আয়োজন করা হয়।

এই শুভ উপলক্ষ্যে নিমডিহ ব্লকের ঘাঘরা জুড়িয়ার আমড়াবেড়ায় মকর পরবের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি সেরাইকেলা খারসাওয়ান জেলা বিজেপির মহামন্ত্রী মধুসূদন গোরাই এবং সমন্বয়কারী সাধু বাবা (জনমেঞ্জয় সিং সর্দার) যৌথভাবে ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মধুসূদন গোরাই বলেন, আধুনিক যুগে প্রাচীন সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। তিনি বলেন, প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি আমাদের ঐতিহ্য। মেলায় রঘু নৃত্যদলের শিল্পীরা দর্শকদের মনোরঞ্জন করেন। এ উপলক্ষে মেলা কমিটির আহ্বায়ক সাধু বাবা (জনমেঞ্জয় সিং সর্দার), সভাপতি জিতু সিং সরদার, সহ সভাপতি বৃহস্পতি সিং সরদার, সম্পাদক লাল সিং সর্দার, ঘনশ্যাম মাহাতো, ভোলানাথ মাহাতো, দ্বিজপদ পরিত, শ্রাবণ মণ্ডল, মহেশ্বর কালিন্দী, দুর্বরাজ সিং, মানিক সিং, নিরঞ্জন সিং, সুশেন মাহাতো, কৃষ্ণ মাহাতো, চিরাম গোরাই প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ইচাগড় বিধানসভার ছাতা পোখার মেলা একটি প্রাচীন ঐতিহ্য ঃ সুখরাম হেমব্রম

মকর সংক্রান্তিতে ঐতিহাসিক ছাতা পুকুরে ভক্তদের ভিড় জমা হলো

জামশেদপুর ঃ মকর সংক্রান্তির শুভ উপলক্ষ্যে সরায়কেলা জেলার চান্ডিল মহকুমার অন্তর্গত কুকড়ু ব্লকের ঐতিহাসিক ছাতা পোখরে ভক্তদের ভিড় জমেছে। সকাল থেকেই ভক্তরা ছাতা পুকুরে আস্থার স্নান করেন এবং পরিবারের সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি কামনা করেন। দুপুর থেকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত ঝাড়গ্রামের ঝুমুরানি মাহাতোর দল মনোমুগ্ধকর গান, সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করে। এই অনুষ্ঠানে দুলমি, দয়াপুর, ওড়িয়া, হেসালং, পলাশদিহ, জানুম, ঝিমদি, পরগামা, কিশুন্দিহ, সিরুম, বেরাসী প্রভৃতি গ্রামের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিপুল সংখ্যক সংস্কৃতিপ্রেমীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেলার প্রধান অতিথি, বরিষ্ঠ জেএমএম নেতা এবং সংস্কৃতি প্রেমী সুখরাম হেমব্রম বলেন, পূর্বপুরুষদের মতে তাল বেতাল সিদ্ধ মহারাজ বিক্রমাদিত্য মকর সংক্রান্তির পবিত্র উপলক্ষ্যে ছাতা পোখরে স্নান ও পূজা শুরু করেছিলেন। কথিত আছে যে মহারাজ বিক্রমাদিত্য তার স্ত্রী প্রভাবতী দেবীর স্নানের জন্য এক রাতে ঐশ্বরিক শক্তি দিয়ে একটি বিশাল পুকুর তৈরি করেছিলেন এবং মাঝখানে ছাতা মায়ের মন্দির তৈরি করেছিলেন। সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত পবিত্র মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে ছাতা পুকুরে স্নান ও আস্থা পূজার রীতি চলে আসছে।

আজও নুয়াগ্রামে মকর কীর্তন করার সংস্কৃতি জীবিত

পৌষ সংক্রান্তি দিনে শচির নন্দন,
গঙ্গা স্নানে চলিলেন লয়ে ভক্ত গন,

সুনীল কুমার দে

পোটকাঃ কথিত আছে মকর সংক্রান্তি দিনে ভগীরথ মা গঙ্গা কে এই পৃথিবীতে এনেছিলেন তাই গঙ্গার আর এক নাম ভাগীরথী।গঙ্গা সাগরের কপিল মুনির আশ্রমে পুত সলিলা গঙ্গার স্পর্শে অভিশপ্ত সাগর বংশ মুক্তি লাভ করেছিলো।তাই এই পৌষ সংক্রান্তি তে গঙ্গা স্নানের এত মহত্ব ।সবাই তো আর গঙ্গা স্নানে যেতে পারে না তাই এই মকর সংক্রান্তি দিনে ভক্তেরা খোল করতাল নিয়ে কোনো পুকুরে অথবা নদী তে স্নান করে মকর কীর্তন করে থাকেন।এই ধারা পটকার নুয়াগ্রামে আজ ও বজায় আছে।গ্রামের পুকুর থেকে মকরের গান করতে করতে এলেন কীর্তন মণ্ডলী।
শিল্পী সুনীল কুমার দে গান ধরলেন,
পৌষ সংক্রান্তি দিনে শচির নন্দন,
গঙ্গা স্নানে চলিলেন লয়ে ভক্তগন।
চৌদিকে ভক্তগন হরিধ্বনি করে,
এসে উপনিত হল জাহ্নবির তীরে।
আবার ধরলেন,
পৌষ সংক্রান্তি দিনে
রাধিকার নিকেতনে
সখীগন করল প্রয়াণ,
সব সখীগন লয়ে
যমুনার নীরে গিয়ে
করিলেন প্রভাত স্নান।

এই গান গাইতে গাইতে পুরো গ্রাম পরিক্রমা করা হলো।শিব মন্দির প্রদক্ষিণ করে শেষে লক্ষী মন্দিরে নাম সংকীর্তন শেষ করা হলো।কীর্তনের শেষে মকর চাল ও তিল নাড়ু প্রসাদ স্বরূপ সবাই কে দেওয়া হলো।কীর্তন মণ্ডলিতে ছিলেন সুনীল কুমার দে ছাড়াও ভাস্কর চন্দ্র দে,শঙ্কর চন্দ্র গোপ,স্বপন দে,তপন দে,তরুণ দে,প্রদীপ দে,প্রশান্ত দে,শৈলেন প্রামানিক,অরুন পাল,মহাদেব দেআরো অনেকেই।এই ধরণের মকর কীর্তন ঝাড়খণ্ডের প্রায় অনেক গ্রামেই হয়ে থাকে।

আগামী ২১ শে জানুয়ারী পটকার পড়াডিহা গ্রামে মাতাজী আশ্রমের সহযোগিতায় এগারো তম অপুর পাঠশালা নামে বাংলা শেখানোর স্কুল খোলা হবে

পোটকা ঃ হাতার মাতাজী আশ্রম বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার জন্য ও প্রচার প্রসারের জন্য গ্রামে গ্রামে বাংলা শেখানোর স্কুল অপুর পাঠশালা নামে একের পর এক খুলে চলেছেন।এই পর্য্যন্ত মাতাজী আশ্রমের সহযোগিতায় ১০ টি স্কুল খোলা হয়েছে তাদের মধ্যে মাতাজী আশ্রম হাতা,কালিকাপুর,খয়ের পাল,বড় ভূমরি, রসুন চোপা,পড়া ভালকি,জামদা,বড় ভালকি,এদল ও রাখা মাইন্স।আগামী ২১ শে জানুয়ারী রবিবার সকাল ১০ টায় পটকার পড়া ডিহা গ্রামে এগারো তম অপুর পাঠশালা খোলা হবে।পূর্ব সিংহভূম জেলায় মাতাজী আশ্রমের মতো যদি প্রতিটি সংস্থা,সমিতি ও ক্লাব এমনি ভাবে বাংলা শেখানোর জন্য অপুর পাঠশালা খুলার ব্রত নেন তবে একদিন পুরো ঝাড়খন্ডে একটি বিপ্লব সৃষ্টি হবে।সবার কাছে অনুরোধ,সময় অনেক পেরিয়ে গেছে তাই হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না শুরু করুন বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার কাজ।শুধু গ্রামে গ্রামে ও অলিতে গলিতে নয় ঘরে ঘরে শুরু হউক অপুর পাঠশালা।আমাদের ভাষা বেঁচে থাকলে আমরাও বেঁচে থাকবো মাথা উঁচু করে।

টুকরো খবর

মার্টিন লুথার কিং ঃকৃষ্ণাঙ্গ অধিকার নেতার 'প্রয়োজন আজও ফুরায়নি'

নিউ ইয়র্ক ঃ আজকের বিশ্বে, যেখানে সহিংসতা এবং যুদ্ধ বিগ্রহ মানুষের জীবনকে বিক্ষত করছে, মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র'এর প্রয়োজন অনুভব করেন অনেকেই। যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শান্তিতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কিং জুনিয়র ১৯৬০-এর দশকে যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার প্রভাব সারা বিশ্বে পড়েছে বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করেন। জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সোমবার যুক্তরাষ্ট্রে উদযাপিত হয় ড. মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র দিবস। দিনটি তাঁর জন্মদিন ১৫ই জানুযারির কাছাকাছি সময়ে উদযাপন করা হয় । এ বছর তৃতীয় সোমবারই হচ্ছে ১৫ জানুয়ারি। যুক্তরাষ্ট্র মার্টিন লুথার কিং কে অনুসরণ করে এগিয়ে গেছে অনেকখানি। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে একটি মাইল ফলক রচিত হয় ২০০৮ সালে যখন কৃষ্ণাঙ্গ সেনেটার ব্যারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। যুক্তরাষ্ট্রের সংসদ কংগ্রেসে কৃষ্ণাঙ্গ সদস্যরা নির্বাচিত হয়েছেন। এ'প্রসঙ্গেই কথা হচ্ছিল পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ'এর পরিচালক এবং বিশ্বব্যাংকের পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদ ড. আহমাদ আহসানের সঙ্গে। ড. আহসান অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালসহ একাধিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ড. আহমাদ আহসান বলেন, নাগরিক অধিকার এবং মানবাধিকারের ক্ষেত্রে ওনার সংগ্রাম এবং ওনার অবদানের জন্য শুধু যুক্তরাষ্ট্র না সারা পৃথিবীর মানুষ ওনার কাছে বিশাল ভাবে ঋণী। ''তাঁর একটি স্বীকৃতি হলো উনি শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৬৪ সালে। ওনার নাগরিক অধিকার আন্দোলন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬৫ সালে আইনে পরিণত হয় যাকে বলা হয় সিভিল রাইটস অ্যাক্ট। সেই অ্যাক্টের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে জাতিগত এবং বর্ণবাদী বৈষম্যের অনেকখানি নিরসন ঘটে। ''এ ক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন আমরা যারা অভিবাসীরা আছি যুক্তরাষ্ট্রে তারা ওনার কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। আমরা যে আজকে এই যুক্তেরাষ্ট্রে সব ধরণের অধিকার পেয়ে থাকি তা তাঁর এই আন্দোলনের ফসল, ড. আহসান বলেন। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে ১৯৬৮ সালের ৪ এপ্রিল হত্যা করা হয় যে মার্টিন লুথার কিংকে, তিনি তাঁর ঐ সংক্ষিপ্ত জীবনে সোচ্চার ছিলেন মানুষের অধিকার নিয়ে। তিনি যে কেবল গির্জার নেতা ছিলেন তাই'ই নয় বরঞ্চ তিনি ধর্মীয় আবর্তের বাইরে এসে মানবতার পক্ষে একজন সক্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। অহিংস আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। বিশেষত ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬৮ সালে নিহত হবার আগে অবধি তিনি অহিংস অসহযোগিতা আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তি হয়ে এই আমেরিকায় মানুষের ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে অনেকখানি অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ১৯৬৩ সালের ২৮ শে আগস্ট ওয়াশিংটনে এক বিশাল মিছিলের নেতৃত্ব দেন। তিনি লিংকন মেমোরিয়েলে দাঁড়িয়ে পরিবেশেন করেন তাঁর শ্রেষ্ঠতম ভাষণ, 'আই হ্যাভ এ ড্রিম।' কি সে স্বপ্ন ছিল তাঁর? নাগরিক অধিকারের সমর্থক প্রায় আড়াই লক্ষ লোকের সামনে তিনি মনে করিয়ে দেন যে যদিও ১৮৬৩ সালের ঘোষণায় লক্ষ লক্ষ দাসের মুক্তির কথা বলা হয়েছিল তবুও ১০০ বছর পরে, এখনও নেগ্রোরা মুক্তি পায়নি। এই ভাষণে যেন কবির মতো কিং কল্পনা করেন এমন এক জগতের, যেখানে মানুষে মানুষে কোন বিভেদ থাকবে না, থাকবে না কোন বর্ণবাদ যেখানে মানুষ একত্রে বসবাস করবে এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশে। 'আই হ্যাভ এ ড্রিম' এমন এক জোরালো বাক্যাংশ যা বিশ্বব্যাপী মানুষের মনে এমন একটা অনুরণন তৈরি করে যেখানে রয়েছে আশা, একতা ও নাগরিক অধিকার অর্জনের প্রচেষ্টা। কিং এমন একটি রাষ্ট্রের স্বপ্নের কথা তুলে ধরেন যেখানে গায়ের রং দিয়ে কোন ব্যক্তিকে বিবেচনা করা হবে না, বিবেচনা করা হবে তার চরিত্র দিয়ে। বর্ণবাদী বিভাজনমুক্ত একটি সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন মার্টিন লথার কিং জুনিয়র। তাঁর এই স্বপ্নের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিভাজিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি যেখানে প্রতিটি শিশু তার বর্ণ নির্বিশেষে মানসম্পন্ন শিক্ষা অর্জন করতে পারবে। গত বছর মার্টিন লুথার কিং'এর সেই কথা, আই হ্যাভ এ ড্রিম উচ্চারণের ৬০ তম বার্ষিকীতে তাঁর নাতনি ১৫ বছর বয়সী ইয়োলোন্ডা কিং বলেন, আজ যদি আমি আমার দাদুর সঙ্গে কথা বলতে পারতাম, আমি বলতাম, আমি দুঃখিত, তোমার কাজ সম্পন্ন করার জন্য এবং তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমাদের এখনও করে যেতে হবে। আজও আমাদের মধ্যে বর্ণবাদ রয়ে গেছে। দারিদ্র রয়ে গেছে। আর এখনতো আরাধনার স্থানগুলিতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিপণী প্রতিষ্ঠানে বন্দুক সহিংসতা শুরু হয়েছে, ইয়োলোন্ডা কিং বলেন। নানান প্রতিবন্ধকতা সত্বেও মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের অর্জনগুলোর মধ্যে ছিল যুক্তরাষ্ট্রে সিভিল রাইটস অ্যাক্ট ১৯৬৪ বা ১৯৬৪ সালের নাগরিক অধিকার আইন যা সকল ধরণের বৈষম্য - শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃত কোন স্থানে অথবা চাকরির ক্ষেত্রে বৈষম্যকে বেআইনি ঘোষণা করে। এই আইন স্বাক্ষরের সময়ে তিনি সেখানে ছিলেন। তা ছাড়া ১৯৬৫ সালের ভোটাধিকার আইন যা ভোটের ব্যাপারে দক্ষিণের অনেকগুলি অঙ্গরাজ্যে বৈষম্যমুলক ভোট দেয়ার বিষয়টি বাতিল করে দেয়। আমেরিকান সিভিল ওয়ারের পর ভোটাধিকার পা্ওয়ার জন্য সাক্ষরতার প্রমাণ দিতে হতো। আজও মার্টিন লুথার কিং'এর প্রাসঙ্গিকতা প্রসঙ্গে ড. আহসান বলেন, আজকে ২০২৪ সালের শুরুতে আমি ওনার অভাব বিশেষ করে বোধ করছি। দুটা কারণে। একটা হলো সারা পৃথিবী জুড়ে আজকে যে অস্থিরতা এবং অশান্তি বিরাজ করছে, মারাত্মক যুদ্ধ চলছে যেখানে সাধারণ বেসামরিক মানুষ, মহিলা, শিশু প্রচন্ড আক্রমণের মুখে ইউক্রেনে এবং বিশেষ করে গাজায় এবং অনেক ভাবে হতাহত হচ্ছে। ''উনি সারাজীবন ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে যোদ্ধা এবং শান্তির পথে সংগ্রামি। সেই কারণে তিনি আজকে জীবিত থাকলে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতেন, আন্দোলন করতেন। ওয়াশিংটনে গাজা যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে মিছিল হয়েছে আমার বিশ্বাস তিনি থাকলে এতে যোগ দিতেন, ড. আহসান বলেন। তিনি বলেন, দ্বিতীয় যে কারণে আমি তাঁর অভাব বোধ করি তা হলো গত কয়েক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রে চরম ভাবে আর্থিক বৈষম্য বেড়ে গেছে। আজকে স্বল্প আয়ের ২০ ভাগ মানুষের যে সম্পদ বা ধন রয়েছে তার আটগুণ বেশি সম্পদ রয়েছে সর্ব উচ্চবিত্ত এক ভাগ মানুষের। ''শুধু অর্থের ক্ষেত্রে নয়, নিম্নবিত্ত আমেরিকানরা শিক্ষা স্বাস্থ্যে অনেক ভাবে বঞ্চিত। উনি আজকে জীবিত থাকলে এরে বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকতেন আন্দোলন করতেন। ওনার জীবনের শেষ দিকে ওনার আঃেদালনের মোড় সেদিকেই গিয়েছিল যে অর্থনৈতিক বৈষম্য কি করে দূর করা যায়,'' তিনি বলেন। ড. আহসান স্মরণ করিয়ে দেন, মার্টিন লুথার কিং যে ভাবে ১৯৬৪ সালে নাগরিক অধিকার আইন এবং ১৯৬৫ সালে সকলের জন্য ভোটাধিকার আইন পাশে সক্রিয় সহায়তা করেছেন তা আমেরিকার ইতিহাসে বড় রকমের পরিবর্তন নিয়ে আসে । তাঁর লেখা এবং ভাষণগুলি তাঁর বিশ্বাসের কাছাকাছি আমাদের নিয়ে আসে। কিং'এর হত্যা নিয়েও নানান রকমের তত্ব রয়েছে। অনেকেই মনে করেন যে তার হত্যাকান্ডটি একক একজন বন্দুকধারীর কাজ ছিল না । এর পেছনে ষড়যন্ত্র কাজ করেছিল বলে অনেকের সন্দেহ। যদিও সরকারি বিবরণে বলা হয়েছে যে জেমস আর্ল রে একাই তাঁর হত্যার জন্য দায়ী, কোন কোন সাক্ষ্য প্রমাণে এই তথ্যের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। তবে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে মার্টিন লুথার কিং ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন।

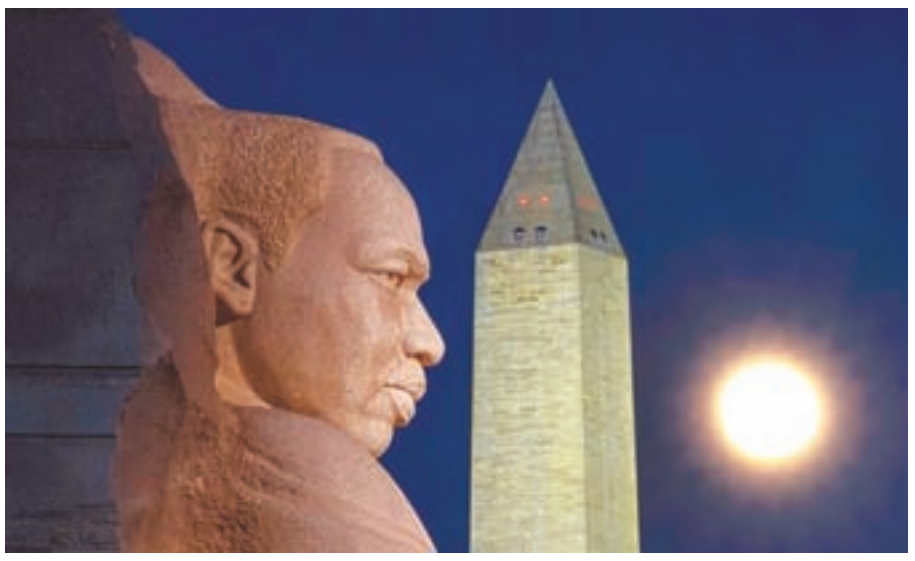

ভারতে খেলতে যাচ্ছেন সানজিদাও

ঢাকা ঃ ভারতে মেয়েদের ফুটবল লিগে খেলতে এরই মধ্যে দেশ ছেড়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় নারী দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন। তিনি সেখানে খেলবেন কিকস্টার্ট এফসিতে। ভারতীয় লিগে খেলতে যাচ্ছেন জাতীয় দলের আরেক ফুটবলার সানজিদা আক্তারও। এই উইঙ্গার প্রস্তাব পেয়েছেন কলকাতার বিখ্যাত ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব থেকে। সানজিদার ভারতে খেলতে যাওয়ার খবরটি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণ। তিনি প্রথম আলোকে বলেছেন, 'আমরা সানজিদাকে ছাড়পত্র দিয়েছি। সে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবে খেলতে যাবে। সাবিনা এরই মধ্যে ভারতে চলে গেছে। ভারত থেকে আমাদের কাছে দুজন ফুটবলারের জন্য প্রস্তাব এসেছিল। আমরা সাবিনা আর সানজিদাকে ছাড়পত্র দিয়েছি।' ভিসার জন্য আবেদন করেছেন সানজিদা। সেটা পেলেই চলে যাবেন। সাবিনা গতকাল ভিসা পেয়ে রওনা হয়েছেন আজ। ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের হয়ে আজ থেকে ৩৩ বছর আগে খেলেছিলেন শেখ মোহাম্মদ আসলাম, মোনেম মুন্না, রিজভি করিম রুমি ও গোলাম গাউস। তাঁদের মধ্যে মোনেম মুন্না ইস্ট বেঙ্গলের জার্সিতে নিজেকে নিয়ে গিয়েছিলেন অন্য উচ্চতায়। ১৯৯১ সালে ইস্ট বেঙ্গলের কলকাতা লিগ জয়ে প্রয়াত তারকার ভূমিকা ছিল অনন্য। ১৯৯৫ সালে মুন্না আরও একবার ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে খেলেছিলেন। বাংলাদেশের নারী ফুটবলারদের মধ্যে বিদেশি লিগে খেলা প্রথম ফুটবলার সাবিনাই, তিনি প্রথম খেলতে গিয়েছিলেন মালদ্বীপে। ২০১৮ সালে ভারতের সেথু এফসির হয়ে দারুণ খেলেছিলেন। মালদ্বীপে একাধিকবার খেলেছেন। মালদ্বীপে খেলেছেন জাতীয় দলের আরেক ফুটবলার মাতসুশিমা সুমাইয়া। ইস্ট বেঙ্গলে খেলতে গেলে এই প্রথমবারের মতো বিদেশি লিগে খেলার অভিজ্ঞতা হবে সানজিদার।

ফিফা দ্য বেস্ট ঃ কখন কোথায় দেখবেন, কারা ভোট দিলেন

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ গত বছরের ব্যালন ডি'অর জেতা লিওনেল মেসিই কি হতে যাচ্ছেন ২০২৩ সালের ফিফা দ্য বেস্টএর বর্ষসেরা পুরুষ খেলোয়াড়? নাকি আর্লিং হলান্ড কিংবা কিলিয়ান এমবাপ্পের মধ্যে কেউ করবেন বাজিমাত! উত্তরটা পাওয়া যাবে আজ রাতে। সেই উত্তরের অপেক্ষায় থাকার আগে চলুন দেখে নেওয়া যাক কখন, কোথায় ঘোষণা করা হবে এবারের ফিফা দ্য বেস্ট। কারা, কীভাবে ভোট দিয়ে সেরাদের বেছে নিলেন, সেরার তালিকায় কারা আছেন, জেনে নেওয়া যাক সেসবও। দ্য বেস্ট ফিফা ফুটবল অ্যাওয়ার্ডসের এবারের আসর বসবে লন্ডনে, আজ রাতে স্থানীয় সময় ৭ঃ৩০ ।

পুরস্কারের জন্য বিবেচিত সময়

ফিফা বর্ষসেরা নারী খেলোয়াড়, নারী দলের কোচ ও সেরা নারী গোলকিপার পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হয়েছে ১ আগস্ট ২০২২ থেকে ২০ আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত পারফরম্যান্স ও অর্জন। পুরুষদের পুরস্কারের (বর্ষসেরা খেলোয়াড়, সেরা কোচ, সেরা গোলকিপার) জন্য বিবেচনা করা হয়েছে ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ২০ আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত সময়কাল।

কীভাবে হয়েছে সংক্ষিপ্ত তালিকা

ফিফার সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন তথ্যউপাত্ত নিয়ে একটি প্রাথমিক তালিকা করেন ফিফার প্রতিনিধিরা। সেখান থেকে ফিফার বিশেষজ্ঞ প্যানেলের বিচারকেরা একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা করেন। পুরুষ ও নারীদের জন্য দুটি আলাদা বিশেষজ্ঞ প্যানেল কাজ করেছে। বিশেষজ্ঞ প্যানেলে ছিলেন স্বনামধন্য সাবেক খেলোয়াড় ও কোচেরা।

কারা ছিলেন বিশেষজ্ঞ প্যানেলে

নারী প্যানেল

মার্সি আকিদে (নাইজেরিয়া), শার্লি ক্রুজ (কোস্টারিকা), অ্যামি ডুগান (অস্ট্রেলিয়া), ইসাবেলা এচেভেরি (কলম্বিয়া), মিয়া হ্যাম (যুক্তরাষ্ট্র), জেসিকা উয়ারা (ফ্রান্স), মানা ইওয়াবুচি (জাপান), মানন মেলিস (নেদারল্যান্ডস), পাত্রিজিয়া পানিচো (ইতালি), ক্লেমেন্তাইন তোরে (আইভরি কোস্ট), ক্রিস্টি ইয়ালোপ (নিউজিল্যান্ড)।

পুরুষ প্যানেল

পিওতর চেক (চেক), দিদিয়ের দ্রগবা (আইভরি কোস্ট), বার্ট এমারটন (অস্ট্রেলিয়া), রিও ফার্ডিনান্ড (ইংল্যান্ড), আসামোয়াহ জিয়ান (ঘানা), কাকা (ব্রাজিল), মারিও কেম্পেস (আর্জেন্টিনা), অ্যালেক্সিস লালাস (যুক্তরাষ্ট্র), জন ওবি মিকেল (নাইজেরিয়া), পার্ক জিসুং (দক্ষিণ কোরিয়া), ইভান ভিসেলিচ (নিউজিল্যান্ড)।

ভোট দিয়েছেন কারা

ফিফার সদস্য সব জাতীয় নারী ও পুরুষ দলের কোচ ও অধিনায়ক, প্রতিটি দেশ থেকে একজন ফুটবল বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক ও সারা বিশ্বের ফুটবল সমর্থকেরা। ফিফার ওয়েবসাইটে ও অ্যাপে সমর্থকদের ভোটের সময় উন্মুক্ত ছিল ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে ৬ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত। এই সময় ভোট দিয়েছেন সারা বিশ্বের প্রায় ১০ লাখ ফুটবলপ্রেমী। নারীদের ক্যাটাগরিতে ভোট দিয়েছেন নারী দলের কোচ ও অধিনায়কেরা, একইভাবে পুরুষদের ক্যাটাগরিতে ভোট দিয়েছেন পুরুষ দলের কোচ ও অধিনায়কেরা।

প্রত্যেক ভোটার প্রত্যেক ক্যাটাগরিতে সেরা তিনজনকে এক, দুই ও তিন নম্বর হিসেবে বেছে নিয়ে ভোট দিয়েছেন। এক নম্বরে যিনি আছেন তিনি পাবেন ৫ পয়েন্ট, দুই নম্বরে যিনি তিনি ৩ পয়েন্ট এবং তিন নম্বরে থাকলে ১ পয়েন্ট। এভাবে প্রতি ক্যাটাগরিতে সবচেয়ে বেশি পাওয়া তিনজনের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করেছে ফিফা।

একাধিক খেলোয়াড় বা কোচের পয়েন্ট সমান হলে যিনি সবচেয়ে বেশি ৫ পয়েন্ট পেয়েছেন, তাঁকে এগিয়ে রাখা হবে। তারপর দেখা হবে কে বেশিবার ৩ পয়েন্ট পেয়েছেন। মনোনীত খেলোয়াড় বা কোচেরা নিজেকে ভোট দিতে পারেননি, তবে নিজের দেশের কাউকেও ভোট দিতে বাধা ছিল না।

মেসি, হলান্ড না এমবাপ্পেকে হচ্ছেন 'ফিফা দ্য বেস্ট'

প্যারিস ঃ লিওনেল মেসি, কিলিয়ান এমবাপ্পে ও আর্লিং হলান্ডফিফা দ্য বেস্ট পুরস্কারে সেরা পুরুষ খেলোয়াড়ের তিন চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। আজ রাতে এই তিনজনের যেকোনো একজনের হাতে উঠবে বর্ষসেরার ট্রফি। পুরস্কারের জন্য ২০২২ সালের ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২০২৩ সালের ২০ আগস্ট পর্যন্ত সময়ের পারফরম্যান্স বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

শুরুতে অবশ্য বিশেষজ্ঞ প্যানেল দ্বারা নির্বাচিত ১২ জনকে রেখে ঘোষণা করা হয়েছিল মনোনীতদের তালিকা। তাঁদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত তিনজনের তালিকা করা হয়েছে জাতীয় দলের কোচ, অধিনায়ক, ফুটবল সাংবাদিক ও সমর্থকদের দেওয়া ভোটে। যেখান থেকে আজ একজনের হাতে উঠবে পুরস্কারের ট্রফিটি। একনজরে দেখে নেওয়া যাক বিবেচিত সময়ে এই তিনজনের কার কেমন পারফরম্যান্স।

ম্যানচেস্টার সিটি ও নরওয়ে

গত মৌসুমটা আর্লিং হলান্ডের জন্য ছিল স্বপ্নের মতো। সিটিতে তাঁর যাত্রাটা ছিল অনেকটা লাতিন 'ভিনি ভিসি ভিডি' (এলাম, দেখলাম এবং জয় করলাম) প্রবাদটার মতো। আক্ষরিক অর্থেই সিটিতে হলান্ডের প্রথম মৌসুমের সারসংক্ষেপ ছিল এমনইএলাম, গোল করলাম এবং ট্রফি জিতলাম। সিটির হয়ে প্রথম মৌসুমেই স্বপ্নের ট্রেবল জিতেছেন হলান্ড। দলকে প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ এবং চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা জিততে দলকে সহায়তা করেছেন এই নরওয়েজীয় স্ট্রাইকার।

পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হওয়া সময়টায় প্রতিযোগিতাগুলোয় ৩৩ ম্যাচে হলান্ড গোল করেছেন ২৮টি। মৌসুমজুড়ে গতি, শক্তি এবং ফিনিশিংয়ের কোনো জবাবই যেন ছিল না প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারদের। মাত্র ২৩ বছর বয়সেই নিজেকে বিশ্বের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন হলান্ড। আর ব্যক্তিগত অর্জনের ঝুলিতে হলান্ড এর মধ্যে যুক্ত করেছেন ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ গোল্ডেন বুট এবং ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সেরা খেলোয়াড় ও সেরা তরুণ খেলোয়াড়ের পুরস্কার।

অনেকের মতে, আজ রাতে পুরস্কারটির সবচেয়ে বড় দাবিদার হলান্ডই।

পিএসজি ও ফ্রান্স

বিশ্বকাপ ফাইনালে হ্যাটট্রিক করেও ফ্রান্সকে টানা দ্বিতীয়বার শিরোপা জেতাতে পারেননি কিলিয়ান এমবাপ্পে। দারুণ খেলেও দলকে রানার্সআপ হতে দেখার হতাশা নিয়ে মাঠ ছাড়লেও, সেখানেই আটকে থাকেননি এই ফরাসি তারকা। পিএসজির হয়ে নতুন করে শুরু করেন এমবাপ্পে। এমনকি পিএসজিতে চলমান সংকট ভুলেও নিজের মনোযোগটা পারফরম্যান্সেই ধরে রাখতে পেরেছিলেন এমবাপ্পে।

ম্যাচের পর ম্যাচে গোল করেছেন। গতি, ড্রিবলিং আর শক্তিতে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন প্রতিপক্ষকে। আর পুরস্কারের জন্য বিবেচনায় নেওয়া সময়ে ২০ লিগ ম্যাচে তিনি একাই করেছিলেন ১৭ গোল। যেখানে টানা ৬ ম্যাচে ৯ গোল করার দারুণ কীর্তিও আছে। এর মধ্যে এমবাপ্পে জিতেছেন লিগ 'আঁ'র বর্ষসেরা পুরস্কার এবং সর্বোচ্চ গোলের পুরস্কারও।

পিএসজিইন্টার মায়ামি ও আর্জেন্টিনা

২০২২ সালের বিশ্বকাপ পারফরম্যান্সের কারণে গতবারের বর্ষসেরা পুরস্কারটি উঠেছিল লিওনেল মেসির হাতে। সেবার ঘোষণার আগেই মোটামুটি নিশ্চিত ছিল মেসির পুরস্কার পাওয়ার বিষয়টি। এবার অবশ্য মেসির পুরস্কার জেতা আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করার সুযোগ নেই। এমনকি অনেকে তাঁর সংক্ষিপ্ত তিনে জায়গা পাওয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তবে পারফরম্যান্স, পরিসংখ্যান ও প্রভাবে মেসিও পিছিয়ে থাকবেন না বাকিদের চেয়ে। এমবাপ্পের মতো পিএসজির হয়ে লিগ শিরোপা জিতেছেন মেসিও। তবে মেসি সবচেয়ে বড় প্রভাব রেখেছেন মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) গিয়ে। সেখানে গিয়ে বদলে দিয়েছেন দেশটির ফুটবলকে। এমনকি তাঁর হাত ধরে নিজেদের ইতিহাসের প্রথম শিরোপা (লিগস কাপ) জিতেছেন ইন্টার মায়ামি। এই সময়ে জাতীয় দলের জার্সিতেও মেসির পারফরম্যান্স ছিল চোখধাঁধানো।

আর পুরস্কারের জন্য বিবেচিত সময়ে মেসি ৩২ ম্যাচে করেছেন ২৪ গোল। অর্থাৎ পরিসংখ্যান বিবেচনায় নিলেও বাকিদের চেয়ে মেসিকে পিছিয়ে রাখার সুযোগ নেই। এর মধ্যে জিতেছেন ব্যালন ডি'অরের ট্রফিও। মেসি অবশ্য নিজে ব্যক্তিগত এসব পুরস্কার মোহ কেটে যাওয়ার কথা বলেছেন। এরপরও শেষবেলায় আরেকটি ব্যক্তিগত অর্জনের ট্রফি মেসির ক্যারিয়ারে কেকের ওপর একটি চেরি ফুল হয়েই থাকবে।

মেসিকে আর্জেন্টিনার অলিম্পিক দলে স্বাগত জানিয়ে রাখলেন আলমাদা

আর্জেন্টিনা ঃ আর্জেন্টিনার ২০২২ বিশ্বকাপের দলে ছিলেন তিনি। লিওনেল মেসির সঙ্গে জিতেছেন কাতার বিশ্বকাপের শিরোপা। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী তারকা থিয়াগো আলমাদা এখন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) মেসির প্রতিপক্ষ। মেসি খেলেন ইন্টার মায়ামিতে, আলমাদা আটলান্টা ইউনাইটেডে। বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেলেও আলমাদার বয়স এখনো ২২ বছর। যার মানে, ছন্দে থাকলে তিনি আর্জেন্টিনার অনূর্ধ্ব২৩ দলে খেলতে পারবেন। অর্থাৎ, তাঁর সামনে এ বছর আর্জেন্টিনার হয়ে আরেকটি শিরোপা জয়ের হাতছানি। ফ্রান্সের প্যারিসে এ বছরই যে বসবে অলিম্পিকের আসর। বাছাইপর্ব উতরাতে পারলে অলিম্পিক ফুটবলের এ আসরে খেলতে পারবে হাভিয়ের মাচেরানোর দল। মাচেরানোর দল বাছাইপর্ব উতরাতে পারলে আরেকটি শিরোপা জয়ের হাতছানি থাকবে মেসিরও। এমনিতে অলিম্পিকে যেকোনো দেশের অনূর্ধ্ব২৩ দলই খেলে। তবে কোচ চাইলে এর চেয়ে বেশি বয়সী খেলোয়াড় তিনজন নিতে পারেন। আর্জেন্টিনা যদি অলিম্পিকের বাছাইপর্ব উতরায় এবং মেসি যদি খেলেন মূল পর্বে, তাহলে কেমন হবেপ্রশ্নটি সম্প্রতি করা হয়েছিল আলমাদাকে। এই প্রশ্নের উত্তরে আর্জেন্টিনার আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার বলেছেন, '(জাতীয় দলে) লিওনেল স্কালোনির কোচিং স্টাফ আমাকে জানিয়েছে যে আমি অলিম্পিক দলের পরিকল্পনায় আছি। এরপর আমি সরাসরি হাভিয়েরের (মাচেরানো, কোচ) সঙ্গে কথা বলেছি। এমনকি আমি এ নিয়ে এতটুকুও ভাবিনি, সোজা হ্যাঁ বলে দিয়েছি।' আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জিতে বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের অপূর্ণতা ঘুচিয়েছেন মেসি। এবার কি আরেকটা অলিম্পিক গেমস জিততে পারবেন?

আলমাদা এরপর মেসিকে নিয়ে বলেন, 'আমরা খুব ভালোভাবে কাজ করছি। আমাদের দলটি ভালো এবং অসাধারণ সব খেলোয়াড়ে ঠাসা। আশা করছি, আর্জেন্টিনাকে আমরা বাছাইপর্ব উতরে দিতে পারব। আমরা যদি মূল প্রতিযোগিতায় যেতে পারি এবং মেসি খেলতে চায়, তাকে স্বাগত।' এরই মধ্যে বিশ্বকাপ জেতা আলমাদার আরও কিছু স্বপ্ন আছে। সেগুলো তিনি পূরণ করার জন্য উন্মুখ, 'আমার এখনো অনেক স্বপ্ন পূরণ করার আছে। আমি ইউরোপে খেলতে চাই। জাতীয় দলের হয়ে ধারাবাহিকভাবে খেলতে ও আরও অনেক কিছু জিততে চাই।' তবে এই মুহূর্তে আলমাদার মনোযোগ শুধু একটি বিষয়েই, 'এখন আমরা (অলিম্পিক) গেমসের জন্য বাছাইপর্ব উতরাতে চাই। এরপর আমি কোপা আমেরিকার দলে থাকার চেষ্টা করব।'

ইয়েমেনে হুথিদের ওপর হামলার পর ইরানকে যুক্তরাষ্ট্রের 'গোপন বার্তা'

তেহরান (ওয়েবডেস্ক)ঃ ইয়েমেনে হুথিদের উপর দ্বিতীয় দফা হামলা চালানোর পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলছেন তারা ইরানকে হুথিদের ব্যাপারে একটা গোপন বার্তা পাঠিয়েছে।

আমরা এটা একান্ত গোপনীয়তার সাথে পাঠিয়েছি এবং আমরা আত্মবিশ্বাসী যে আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত, মি. বাইডেন এ ব্যাপারে আর বিস্তারিত কোনও তথ্য দেননি।

যুক্তরাষ্ট্র বলছে তাদের সর্বশেষ হামলা ছিল রাডার লক্ষ্য করে আগের হামলারই পরবর্তী পদক্ষেপ।

ইরান অবশ্য লোহিত সাগরে হুথিদের হামলায় জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছে।

কিন্তু তেহরান হুথিদের অস্ত্র সরবরাহ করে বলে সন্দেহ করা হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র বলছে জাহাজ লক্ষ্য করে হামলা চালানোর ক্ষেত্রে ইরানের গোয়েন্দা বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো পশ্চিমা মিত্রদের সহায়তায় শুক্রবার হুথিদের ৩০টি অবস্থান লক্ষ্য করে যৌথ বিমান হামলা চালানো হয়।

একদিন পর ইউএস সেন্ট্রাল কমান্ড জানায় তারা টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইয়েমেনে একটি হুথি রাডার সাইট লক্ষ্য করে এই হামলা চালিয়েছে।

যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বলেন লোহিত সাগরে চলাচলকারী জাহাজে যেভাবে হুথিরা হামলা চালাচ্ছিল তাতে তাদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা না নিয়ে ব্রিটেনের 'উপায় ছিল না'।

'দ্য টেলিগ্রাফে' তিনি লিখেছেন, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে 'সীমিত ও নির্দিষ্ট' কিছু হামলায় সহায়তার আহবানে সাড়া দিয়েছেন।

রয়টার্সকে বলেন, এই আক্রমণ তাদের জাহাজে হামলা চালানোর সক্ষমতায় তেমন কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি।

ইয়েমেনের সংখ্যালঘু শিয়া মুসলিমদের একটি উপসম্প্রদায় জাইদির সশস্ত্র গোষ্ঠী হল হুথি। বেশির ভাগ ইয়েমেনি এখন হুথি নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে বসবাস করে। রাজধানী সানা ও ইয়েমেনের উত্তরাঞ্চল সহ লোহিত সাগরের উপকূল হুথিদের নিয়ন্ত্রণে।

পশ্চিমা সরকারগুলোর আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হল, হুথিদের লক্ষ্য করে বর্তমান বিমান হামলাগুলো চলমান গাজা যুদ্ধ থেকে একেবারেই ভিন্ন।

এটা ছিল লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোতে হুথিরা যে অযথা ও অগ্রহণযোগ্য হামলা চালাচ্ছে তার জবাবে প্রয়োজনীয় ও আনুপাতিক উত্তর - বক্তব্য এই পশ্চিমা দেশগুলোর।

কিন্তু ইয়েমেনে ও আরব বিশ্বের অনেক দেশেই এটা অন্যভাবে দেখা হচ্ছে।

সেখানে মনে করা হচ্ছে হুথির একজন মুখপাত্র যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য আসলে গাজায় যুদ্ধে ইসরায়েলের পক্ষ নিয়ে লড়ছে, যেহেতু হুথিরা হামাস এবং গাজাবাসীর পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছে।

আরেকটা মতবাদে বলা হচ্ছে, পশ্চিমারা আসলে নেতানিয়াহুর কার্যসিদ্ধি করছে।

এখন সম্ভাবনা আছে যে এই বিমানহামলা হুথিদের উপর কিছুটা হলেও একটা প্রভাব ফেলবে। অন্তত কিছুদিনের জন্য তাদের জাহাজ হামলার সক্ষমতা কমিয়ে দেবে।

কিন্তু এই বিমান হামলা যত দীর্ঘ সময় ধরে চলবে, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র তত ইয়েমেনে আরেকটা সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকিতে পড়বে।

সেখানকার গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার পর সে।দি আরবের আট বছর লেগেছিল সেখান থেকে বের হতে - আর হুথিরা এখন আগের চেয়ে আরও বেশি শক্তিশালী আকারে সেখানে অবস্থান করছে।

যুক্তরাষ্ট্র বলছে বিশ্বব্যাপী সমুদ্রবাহিত বাণিজ্যের ১৫ শতাংশ পরিবহণ হয় লোহিত সাগর দিয়ে। যার মধ্যে আছে সারা বিশ্বের শস্যের ৮ শতাংশ, এবং বিশ্বের তরল প্রাকৃতিক গ্যাসের ৮ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্র হিসেব দিচ্ছে এই সশস্ত্র গোষ্ঠী এখন পর্যন্ত লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরে ২৮ বার জাহাজে হামলা ও ক্ষতি করার চেষ্টা চালিয়েছে।

কিছু বড় জাহাজ কোম্পানি এই অঞ্চলে তাদের চলাচল বন্ধ রেখেছে, আর গত ডিসেম্বর থেকে ইন্স্যুরেন্স খরচ বেড়ে গিয়েছে প্রায় ১০ গুণ।

গত ৭ই অক্টোবর হামাসের হামলায় ইসরায়েলে ১৩০০ জনকে হত্যা ও ২৪০জনকে বন্দি করার পর থেকে লন্ডন ও ওয়াশিংটন ইসরায়েলকে সমর্থন দিয়ে আসছে।

হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের পাল্টা সামরিক স্থল অভিযান ও বিমান হামলায় গাজায় শনিবার পর্যন্ত ২৩৮৪৩ জন ফিলিস্তিনি মারা গিয়েছে বলে জানায় হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এছাড়া আরো কয়েক হাজার মানুষ ধ্বংসস্তুপের নিচে চাপা পড়ে মারা গিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, তারা জড়াননি। ইরান আমাদের সাথে যুদ্ধে জড়াতে চায় না, তিনি বলছিলেন হোয়াইট হাউজে কর্মরত সাংবাদিকদের।

তিনি একই সাথে বলেন তার বিশ্বাস হুথিরা একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। এর আগে ট্রাম্প প্রশাসন হুথিদের বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।

এদিকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের গাড়ি বহর আলেনটাউন ফায়ার ট্রেনিং একাডেমি অতিক্রমের সময় একদল মানুষ সেখানে বিক্ষোভ করেছে।

সেখানে বিপুল সংখ্যক পুলিশের উপস্থিতির কথাও জানিয়েছেন একজন সাংবাদিক।

'আমরা নভেম্বরে মনে করবো' এবং 'নো ভোট ফর জেনোসাইড জো' - এমন স্লোগানও দিতে শোনা গেছে তাদের। প্রসঙ্গত, চলতি বছর নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হওয়ার কথা।

ওদিকে ইয়েমেনেও হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে এসে রাজধানী সানাতে হামলার প্রতিবাদ জানিয়েছে বলে জানা গেছে।

নতুন মন্ত্রিসভায় আগের মন্ত্রীরা কেন বাদ পড়লেন? বাদ পড়া মন্ত্রীরা কী বলছেন?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ যে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে যাচ্ছে সেখানে বড় ধরণের পরিবর্তন এসেছে। মন্ত্রী পরিষদ সচিব মাহবুবুর রহমান বুধবার সন্ধ্যায় ৩৭ সদস্য বিশিষ্ট যে তালিকা প্রকাশ করেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে, বিগত মন্ত্রিসভার ৩০জন সদস্য বাদ পড়েছেন।

বিগত মন্ত্রিসভায় পূর্ণমন্ত্রী হিসেবে ছিলেন, অথচ এবারের মন্ত্রীসভায় ঠাঁই হয়নি এমন ব্যক্তিরা হলেন - কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন, অর্থমন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এবং পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান।

এছাড়াও বাদ পড়েছেন বর্তমান পাট ও বস্ত্র মন্ত্রী গাজী গোলাম দস্তগীর, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী ইমরান আহমদ।

এ তালিকায় আরো আছেন সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ, বন ও জলবায়ু বিষয়কমন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈ সিং, রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

কেন বাদ পড়লেন এই মন্ত্রীরা?

মন্ত্রিসভা গঠনের পুরোপুরি এখতিয়ার সংবিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। তিনি কাকে অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং কাকে বাদ দেবেন সেটি তার এখতিয়ার।

তবে, বেশ কিছু মন্ত্রীর বাদ পড়ার কারণ নিয়ে দলের ভেতরে নানা আলোচনা ও অনুমান করা হচ্ছে।

আওয়ামী লীগের একাধিক নেতার সাথে কথা বলে বোঝা যাচ্ছে, এই মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় গুরুত্ব পেয়েছে।

প্রথমত ঃ নবীন ও প্রবীণের সমন্বয়ে মন্ত্রী গঠন করা। আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর যতগুলো মন্ত্রিসভা হয়েছে তার সবগুলোতে নবীন-প্রবীণ সমন্বয়ের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বলে দলটির নেতারা বলছেন।

দ্বিতীয়ত ঃ আঞ্চলিক হিসেবে নিকেশ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যাতে মন্ত্রিসভার প্রতিনিধিত্ব থাকে সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে বলে মনে করেন আওয়ামী লীগ নেতারা।

তৃতীয়ত ঃ দীর্ঘদিন মন্ত্রিসভায় থাকা ব্যক্তিদের এবার কম বিবেচনা করা হয়েছে বলে অনেকে ধারণা করছেন।

চতুর্থত ঃ এবারের মন্ত্রিসভায় কেউ কেউ স্থান পেয়েছেন যারা প্রধানমন্ত্রীর আস্থা ভাজন হিসেবে পরিচিত।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য অধ্যাপক সাদেকা হালিম বিবিসি বাংলাকে বলেন, যারা বাদ পড়েছেন তারা যে আবার ফিরে আসবেন না এমন কোন কথা নেই।

তারা হয়তো কিছুদিন পরে ফিরেও আসতে পারেন। যারা বাদ পড়েছেন তারা আবারো ফিরে আসতে পারেন। সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায়না, বলে মনে করেন অধ্যাপক সাদেকা হালিম।

এবারের মন্ত্রিসভায় পূর্নাঙ্গ মন্ত্রী হিসেবে যারা নতুন এসেছেন তাদের মধ্যে একজন হলেন ডা. সামন্ত লাল সেন।

তিনি বলেন, মন্ত্রিসভায় ডাক পাওয়া তার জন্য একবারেই অপ্রত্যাশিত। আমি কল্পনাই করতে পারি নাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে আশা সেটা যাতে আমি ফুলফিল (পূরণ) করতে পারি, বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. সেন। গতকাল যখন ক্যাবিনেট ডিভিশন থেকে ফোন আসলো তখন আমি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছি, নার্ভাস হয়ে গেছি। আমি হয়তো সিনসিয়ারলি কাজ করেছি সারা জীবন, উনি হয়তো দেখেছেন। চিকিৎসক সামন্ত লাল সেনের সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত পরিচয় রয়েছে। অনেকে মনে করেন তিনি শেখ হাসিনার আস্থা ভাজন।

এ বিষয়টি মন্ত্রী হবার ক্ষেত্রে কাজ করেছে কী না?

এমন প্রশ্নে মি. সেন বলেন, আমি ঠিক বলতে পারবো না।

সুনামগঞ্জের সংসদ সদস্য এমএ মান্নান গত ১০ বছর যাবত থেকে মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। শুরুতে তিনি অর্থ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন পাঁচ বছর। এরপর তিনি পরিকল্পনা মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছেন।

এবারের মন্ত্রিসভায় তিনি নেই। মন্ত্রিসভায় কেন জায়গা হয়নি - সেটি নিয়ে কোন ধারণা করতে পারছেন না মি. মান্নান।

আই এম ভেরি হ্যাপি হোয়াট আই ডিড (আমি যা করেছি তাতে আমি খুশি)। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় জনগণের আড়ালে থাকা একটি বিষয় ছিল। আমি সেটাকে মানুষের সামনে আসতে পেরেছি, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মি. মান্নান।

গ্রামের লোকেরাও 'একনেক' শব্দটা ব্যবহার করতো। একনেক সভা নিয়ে তারা ওয়েট করতো। মি. মান্নান মনে করেন, মন্ত্রিসভায় পরিবর্তনের বিষয়টি এমন নয় যে কেউ ব্যর্থ হয়েছে। এখানে ভারসাম্যের একটি বিষয় জড়িত। মন্ত্রিসভা থেকে 'বাদ পড়া' বিষয়টিকে নেতিবাচক শব্দ হিসেবে মনে করেন তিনি। মানুষ মনে করে হয়তো পারে নাই, সেজন্য বাদ পড়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা ও রকম না। আমার ধারণা ছিল আমি হয়তো থাকবো না। পরপর দুইবার মন্ত্রিসভায় থাকার পরে তৃতীয়বার কাউকে মন্ত্রী করেনা, বলেন মি. মান্নান।

টুকরো খবর

যেখানে চলে জামাইদের মাছ কেনার প্রতিযোগিতা

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) ঃ গাজীপুরের কালীগঞ্জে প্রতি বছরের মতো এ বছরও উপজেলার বিনিরাইল (কাপাইস) গ্রামের জামাইদের পৌষ সংক্রান্ত মিলনমেলা হয়েছে। মূলত এটা পৌষ সংক্রান্ত জামাই মিলনমেলা, কিন্তু সবাই এটাকে বলে মাছের মেলা। এ মেলায় চলে জামাইদের মাছ কেনার প্রতিযোগিতা। তিন দিন আগে থেকেই মেলার মাঠে জমতে থাকে নানা আয়োজন। সোমবার সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এখানে চলে নানারকম আনন্দউৎসব। দিনটির জন্য সারা বছর অপেক্ষায় থাকেন উপজেলাবাসীসহ বিভিন্ন জেলার লোকজন। উপজেলার বিনিরাইল, কাপাইস, জাংগালীয়া, বক্তারপুর, মোক্তারপুর, জামালপুরের আশপাশের গ্রামসহ যারা এসব এলাকায় বিয়ে করেছেন, সেই সব জামাইরা হচ্ছেন ওই মেলার মূল ক্রেতা ও দর্শনার্থী। মেলায় উপজেলাবাসী ছাড়াও গাজীপুর, টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ থেকে অনেক মানুষ শুধু এই মেলা উপলক্ষেই কালীগঞ্জে আসেন। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয় এ মেলা। তাছাড়া এ মেলাকে ঘিরে এলাকার জামাইদের মধ্যে চলে এক নীরব প্রতিযোগিতা। আর এ প্রতিযোগিতা হচ্ছে কোন জামাই সবচেয়ে বেশি দামে বড় মাছটি ক্রয় করে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যেতে পারেন।

এ মেলায় যত না ক্রেতা তার চেয়ে অনেক বেশি উৎসুক জনতা ভিড় জমিয়েছেন দেশি-বিদেশি মাছসহ বিভিন্ন জাতের মাছ দেখার জন্য। এবারের মেলায় প্রায় ৯ শতাধিক ব্যবসায়ী বাহারি মাছসহ আসবাবপত্র, খেলনা, মিষ্টি ইত্যাদির পসরা সাজিয়েছেন। এ মেলায় সামুদ্রিক চিতল, বাঘাইড়, আইড়, বোয়াল, কৈ, কুড়াল, কালীবাউশ, পাবদা, গুলসা, গলদা চিংড়ি, বাইম, কাইকা, রূপচাঁদা মাছের পাশাপাশি স্থান পেয়ে থাকে নানা রকমের দেশি মাছও। মেলায় জামাইরা মাছের দাম হাঁকাচ্ছেন। পৌষ মেলার আয়োজকরা জানান, এ মেলাটি প্রথম অনুষ্ঠিত হতো খুবই ক্ষুদ্র পরিসরে। অগ্রহায়ণের ধান কাটা শেষে পৌষ সংক্রান্তি ও নবান্ন উৎসবের আয়োজন করা হতো। প্রায় ২৫৫ বছর যাবত মেলাটি আয়োজন হয়ে আসছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ মেলাটি একটি সর্বজনীন উৎসবে রূপ নিয়েছে। তারা জানান, মেলা এখন ঐতিহ্যে রূপ নিয়েছে। এ মেলা গাজীপুর জেলার সবচেয়ে বড় মাছের মেলা হিসেবে স্বীকৃত। মেলাটি এ অঞ্চলের ঐতিহ্যের ধারক। মেলায় বেচাকেনা যতই হোক, এ মেলা আমাদের ঐতিহ্য আর কৃষ্টিকালচারকে বহন করছে এটাই সবচেয়ে বড় কথা। তারা আরও জানান, শুরুতে এ মেলা শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য হলেও বর্তমানে এটা সব ধর্মের মানুষের কাছে ঐতিহ্যের উৎসবে পরিণত হয়েছে।

শীতকালেও গরম লাগছে সানিয়া মির্জার!

মুম্বাই ঃ ইন্সটাগ্রামে প্রায়ই সুন্দর ও আকর্ষণীয় ছবি পোস্ট করে আলোচনায় আসেন ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা। রোববারও ভক্তদের মজিয়ে রাখতে বেশ কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন তিনি। সঙ্গে অদ্ভুত ক্যাপশনও লিখেছেন তিনি। সানিয়ার ওই ক্যাপশনের অর্থ বা ভাবার্থ বুঝতে বেগ পেতে হচ্ছে ভক্তদের। বিস্মিত হয়ে নানা মন্তব্য করেছেন মানুষ। পোস্টটিতে তিনি তিনটি ছবি শেয়ার করেছেন। আর ক্যাপশনে লিখেছেন, বিটিং দ্য হিট অর্থাৎ গরম লাঘবের চেষ্টা। ছবিতে দেখা যায় একটি চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে ডাব হাতে নিয়ে পাইপ দিয়ে তিনি ডাবের জল খাচ্ছেন। ভক্তরা অবাক হয়েছেন এজন্য যে, এখন বিশ্বজুড়ে শীত বিরাজ করছে। অথচ সানিয়ার ক্যাপশন বলছে অন্য কথা। মন্তব্যের ঘরে একজন লিখেছেন, শীতকালেও গরম! এতো অদ্ভুত ব্যাপার। মজার বিষয় হল প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার যুবরাজ সিংও এই পোস্টে একটি লংকা ইমোজি দিয়ে মন্তব্য করেছেন। সানিয়ার শেয়ার করা ছবি জুম আউট করলে ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু সরঞ্জাম এবং কিছু ক্রু দেখতে পাব। হয়তো এই তারকা কোনও বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন বা কিছুর শুটিং করছিলেন।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
মঙ্গলবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
16:01:2024

বাড্ডার ইউনাইটেড হাসপাতাল বন্ধ, যা বলছে কর্তৃপক্ষ

ঢাকা ঃ খতনার জন্য অজ্ঞান করার পর এক শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় রাজধানীর সাতারকুলের ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ হাসপাতালটিতে আয়ান আহমেদ নামে এক শিশুর মৃত্যুর পর তার বাবার অভিযোগের প্রেক্ষিতে অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা গত ১০ই জানুয়ারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালটি পরিদর্শন করেন। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, নিবন্ধন ছাড়াই এতদিন চলছিলো প্রতিষ্ঠানটি। এমন কী এই নামে কখনো নিবন্ধনের আবেদনও করা হয় নি।তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী গতকাল রোববার হাসপাতালটি বন্ধ ঘোষণা করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে, যথাযথ নিয়ম মেনে মূল প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড হেলথকেয়ার সার্ভিসেস লিমিটেড নামে নিবন্ধন আবেদন করা হয়েছিলো।

বেদুইন গোষ্ঠী থেকে সৌদি আরব যেভাবে রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে

রিয়াদ ঃ সৌদি আরবের মরু এলাকায় মানুষের বসতি শুরু হয়েছিল ১৫ থেকে ২০ হাজার বছর আগে থেকে, বরফ যুগ শেষ হওয়ার পরে। ইসলাম ধর্ম প্রচারের পর সেটি খিলাফতের প্রধান কেন্দ্র হয়েছিল।

কিন্তু খুব বেশিদিন সেটি স্থায়ী হয়নি। সিরিয়া বা ইরাক বা তুরস্ক থেকে সৌদি আরবকে শাসন করা হয়েছে।

বহু বছর পর তিন দফা চেষ্টার পর স্বাধীন একটি রাষ্ট্র হিসাবে তৈরি হয়েছিল আজকের সৌদি আরব।

যাযাবর বেদুইনের দেশ

এই এলাকাটি ছিল আলাদা আলাদা বেদুইন গোত্রের বিচরণ ক্ষেত্র। এসব গোষ্ঠী অনেকটা স্বাধীনভাবেই নিজেদের পরিচালনা করতো।

'আ ব্রিফ হিস্টরি অব সৌদি অ্যারাবিয়া' গ্রন্থে জেমস ওয়েনব্রান্ট লিখেছেন, খ্রিষ্টপূর্ব ৩২০০ শতকের দিকে বর্তমান বাহরাইন এবং আশপাশের উপকূলীয় এলাকায় দিলমুন নামের একটি সভ্যতা তৈরি হয়েছিল।

তাদের সাথে তখনকার আরেক শহর মেগান (বর্তমান ওমান), ব্যাবিলন এবং হিন্দুস নদী উপত্যকায় মেসোপটেমিয়ার মতো শহরের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য হতো। মুক্তার জন্য দিলমুনের খ্যাতি ছিল প্রাচীন দুনিয়ায়।

ইয়েমেন তখন পরিচিত ছিল সাবা বা শেবা নামে। আর জর্ডানের নাম ছিল নাবাতায়েন নামে।

তবে আরব উপত্যকার লোকজন নিজেদের সবসময় জাজিরাতে আল আরব বা আরবদের দ্বীপ বলে বর্ণনা করতেন।

কেন 'আরব' বলে তারা নিজেদের সম্বোধন করতেন, এর কারণ জানা যায় না। যদিও এদের বেশিরভাগ ছিলেন মরুভূমির যাযাবর। তাদের বলা হতো বেদুইন।

এই বেদুইনরা ইসলামপূর্ব সমাজে নানা গোষ্ঠী বা জাতিতে বিভক্ত ছিল। নিজেদের শাসন ও বিচার আচার তারা নিজেরাই করতো।

খ্রিষ্টপূর্ব সময় থেকে শুরু করে দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে এসব বেশিরভাগ গোত্র রোমের শাসনে ছিল বলে উল্লেখ করেছেন জেমস ওয়েনব্রান্ট। যদিও পরবর্তীতে তারা আর সেই কর্তৃত্ব মেনে চলতে রাজি হয়নি।

তৃতীয় শতকের দিকে বেদুইনরা সংঘবদ্ধ হয়ে বড় ধরনের একটি আদিবাসী কনফেডারেশন তৈরি করে যা তাদের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দেয়।

পাঁচশো শতকের দিকে তারা সিরিয়া, ফিলিস্তিন আর জেরুসালেমেও হামলা চালায়।

ইসলাম ধর্ম প্রচারের পর ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা মুসলমানদের দখলে আসে। সেই সময় মদিনা থেকেই ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং বিভিন্ন এলাকা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসতে শুরু করে।

ইসলামের নবী মুহাম্মদ যখন মারা যান, তখন প্রায় পুরো আরব এলাকা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।

ততদিনে আরবের বেদুইন গোত্রগুলো ইসলামের এক ছাতার তলে চলে এসেছে। নিজেদের মধ্যে মারামারি বাদ দিয়ে, বরং তারা একের পর এক অভিযানের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে দেয়ার ব্রত নিয়েছে। পরবর্তী একশো বছরের মধ্যে স্পেন থেকে ভারতসহ নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে ইসলাম।

কিন্তু সেই সঙ্গে ইসলামিক সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু বা রাজধানী আরব এলাকা থেকে সরে গিয়ে প্রথমে দামেস্ক, পরবর্তীতে বাগদাদে চলে যায়।

সেই সময় আরব উপদ্বীপটি হিজাজ এবং নজদ এই দুই অংশে বিভক্ত ছিল বলা যেতে পারে।

পশ্চিম উপকূল ধরে যে এলাকাটি ছিল সেটা ছিল হিজাজ, যার মধ্যে মক্কা, মদিনা, জেদ্দা ইত্যাদি শহর রয়েছে। বিভিন্ন সময় উমায়িদ, আব্বাসিদ, মিশরীয় এবং পরবর্তীতে অটোমানরা এখানে শাসন বিস্তার করেছে।

কিন্তু মরুভূমি ও পাহাড়সহ অন্য অংশটি নজদ নামে পরিচিত ছিল, সেখানে ছিল যাযাবর এবং যুদ্ধপ্রিয় বেদুইনদের চলাচল।

এখানে রয়েছে রিয়াদের মতো শহর, আর সে এলাকা কখনোই কোন বিদেশি শক্তির শাসন বা অধীনে আসেনি। তারা বরাবরই নিজেদের স্বাধীন মনে করে আসছে।

উসমান বা অটোমানদের সাম্রাজ্য

উসমানি শাসক সুলতান প্রথম সেলিম ১৫৫৭ সালে সিরিয়া এবং মিশরের ক্ষমতায় থাকা মামলুকদের পরাজিত করার পর হিজাজের নিয়ন্ত্রণ পায় তুর্কিরা। ইসলামের নতুন খেলাফতে পরিণত হয় কনস্টান্টিনোপল। মক্কার রক্ষক হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করেন সুলতান সেলিম। পরবর্তীতে লোহিত সাগর ধরে আরও আরব এলাকায় তুর্কি সাম্রাজ্য বিস্তার করেন সুলতান সুলাইমান। তা সত্ত্বেও সেই সময়ে আরব এলাকার বড় একটি এলাকা স্বাধীন হিসাবেই থেকে যায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় দফার সৌদি রাষ্ট্র

সৌদি আরবে প্রথম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন মুহাম্মদ বিন সউদ ১৭৪৪ সালে। সেই সময় আরবের ধর্মীয় নেতা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের সহায়তায় রিয়াদের কাছাকাছি দিরিয়া নামের একটি এলাকায় বসবাসকারী গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন তিনি।

উসমানি রাজত্ব থেকে আলাদা হয়ে দিরিয়া আমিরাত নামের একটি রাজত্ব তৈরি করেছিলেন, যা ছিল ইতিহাসের প্রথম সৌদি রাষ্ট্র। যদিও সেই রাষ্ট্র ছিল অনেকটা নগর রাষ্ট্রের মতো।

'আ ব্রিফ হিস্টরি অব সৌদি অ্যারাবিয়া' গ্রন্থে জেমস ওয়েনব্রান্ট লিখেছেন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের দরকার ছিল, তার মতবাদ প্রচারের জন্য সামরিক সমর্থন। আর মুহাম্মদ বিন সউদের দরকার ছিল তার স্বাধীন আরব রাষ্ট্র গঠনের জন্য ধর্মীয় সমর্থন। তারা দুজন মিলে নজদকে একতাবদ্ধ করার উদ্যোগ নেন। মুহাম্মদ ইবনে সউদের উত্তরাধিকারী আবদুল আল আজিজ পরবর্তীতে অটোমানদের পরাজিত করে ইরাকের কারবালাসহ কিছু অংশ দখল করে নেন।

সেই সময় বিবাহসূত্রে নজদ এবং হেজাজের মধ্যে ঐক্য তৈরি করা হয়।

এরপর ১৮০৩ সালে গুপ্তঘাতকের হামলায় তিনি নিহত হলে তার ছেলে সউদ বিন আবদুল আজিজ মক্কা এবং মদিনাও দখল করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তুর্কিদের অব্যাহত হামলায় পরবর্তীতে সে রাষ্ট্র আর টিকে থাকতে পারেনি।

পরে ১৮১৮ সালে দিরিয়া আবার তুর্কিদের দখলে চলে যায়। সাত মাসের অবরোধ শেষে মিশরীয় সামরিক কমান্ডার ইব্রাহিম পাশার কাছে আত্মসমর্পণ করেন আবদুল্লাহ ইবনে সউদ।

যাকে পরবর্তীতে কনস্টান্টিনোপলে শিরশ্ছেদ করা হয়।

পরের দফা সৌদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন তুর্কি ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সউদ। তিনি ছিলেন দিরিয়া আমিরাতের শেষ শাসক আবদুল্লাহর একজন কাজিন বা জ্ঞাতিভাই।

যখন প্রথম রাষ্ট্রের পতন হয়, তখন তিনি মরু অঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে আল সউদ পরিবারের আরও অনেক সদস্যের সঙ্গে একটি গোত্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

'আ ব্রিফ হিস্টরি অব সৌদি অ্যারাবিয়া' বইয়ে মাদাবি আল রাশেদ লিখেছেন, ১৮২৩ সালে তুর্কি এবং মিশরীয়দের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ শুরু করেন এবং আবার রিয়াদ ও দিরিয়া দখল করে নেন।

রিয়াদকে রাজধানী করে নজদ আমিরাত নামে দ্বিতীয় সৌদি রাষ্ট্র ঘোষণা করেন।

কিন্তু বেশিদিন তিনিও টিকে থাকতে পারেননি। তার একজন জ্ঞাতি ভাইয়ের হাতে ১৮৩৪ সালে তিনি নিহত হন। এরপর ১৮৯১ সালে দ্বিতীয় সৌদি রাষ্ট্রেরও পতন ঘটে।

তখনকার শেষ সৌদি শাসক আব্দুল রহমান বিন ফয়সাল তার ছেলে আবদুল আজিজকে নিয়ে মুররা নামের একটি বেদুইন গোত্রে আশ্রয় নেন, বলে লিখেছেন মাদাবি আল রাশেদ।

আজকের সৌদি আরব

আবদুল আজিজ বিন আব্দুল রহমান বিন ফয়সাল আল সউদ, যিনি ইবনে সউদ নামেই বেশি পরিচিত, তিনি ১৯০২ সালে রিয়াদ দখলের পর তৃতীয় দফার সৌদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন যদিও তখনো সেটি আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি।

ইতিহাসবিদ জেমস ওয়েনব্রান্ট লিখেছেন, যখন ইবনে সউদ রিয়াদ দখলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন, তখন তার সঙ্গে ছিল মাত্র ৪০ জনের একটি দল।

কিন্তু রিয়াদে যাবার পথে অনেক বেদুইন গোষ্ঠী তার সঙ্গে যোগ দেয়। তখনো মক্কা, মদিনাসহ সৌদি আরবের বেশিরভাগ এলাকা অটোমানদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। সেই সময় হেজাজ এলাকা ছিল শরিফ হুসেইন নামের একজন শাসকের নিয়ন্ত্রণে, আর নজদ ছিল ইবনে সউদের দখলে। কিন্তু নজদে রাশিদিদের বিরুদ্ধে তাকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছিল।

সে সময় ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়াসহ একাধিক বিদেশি শক্তি ওই এলাকায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর শরিফ হুসেইন ব্রিটিশদের সঙ্গে যোগ দেন। অটোমানদের বিরুদ্ধে সে সময় লড়াইয়ে আরবদের সহায়তা করে ব্রিটিশ বাহিনী। তারা প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহও করতে শুরু করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমানরা পরাজিত হলে সৌদি আরবের নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। তবে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর একটি গোপন যুক্তিতে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন এলাকা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল ব্রিটেন এবং ফ্রান্স।

সে সময় আরব এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে শরিফ হুসেইন এবং ইবনে সউদের মধ্যে যুদ্ধ দেখা দেয়।

'আ হিস্টোরি অব সৌদি অ্যারাবিয়া' বইয়ে মাদাবি আল রাশেদ লিখছেন, প্রথমে রাশিদিদের পরাজিত করে পুরো নজদের দখল নিয়ে নেন ইবনে সউদ।

এরপর হজ যাত্রীদের ওপর হামলার অভিযোগ তুলে ১৯২৪ সালে হেজাজে সামরিক অভিযান শুরু করেন ইবনে সউদ।

ততদিনে শরিফ হুসেইনের সঙ্গে ব্রিটিশদের সম্পর্কে ফাটল দেখা দিয়েছে। ব্রিটিশ সহায়তা না পেয়ে আকাবায় পালিয়ে যান শরিফ হুসেইন। ফলে পুরো হেজাজ এবং নজদের নিয়ন্ত্রণ আসে ইবনে সউদের হাতে।

মক্কা মদিনা ও জেদ্দার নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার পর ১৯২৬ সালে আবদুল আজিজ বিন সউদ নিজেকে হেজাজের বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন। তার আগে থেকেই তিনি ছিলেন নজদের সুলতান।

পরের বছরের জানুয়ারিতেই তিনি নজদ এবং হেজাজ মিলিয়ে 'কিংডম অব নজদ অ্যান্ড হেজাজ' ঘোষণা করেন। ব্রিটিশদের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে স্বীকৃতিও আদায় করেন।

যদিও সেসময় তিনি নিজের পদবি ইমাম হিসাবেই বলতেন। যদিও দাপ্তরিক সব কাজকর্মে তাকে বাদশাহ হিসাবেই বর্ণনা করা হতো।

এরপর তিনি আরবদের চিরাচরিত জীবনযাপনের ধরনেও পরিবর্তন আনার নির্দেশ দেন।

বেদুইনের একে অপরের সঙ্গে লড়াই, হামলা এবং লুটপাট নিষিদ্ধ করে দেন ইবনে সউদ। এরপর ১৯৩২ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর একটি বাদশাহি ডিক্রি জারি করে হেজাজ এবং সউদকে এক দেশ হিসাবে ঘোষণা করেন ইবনে সউদ।

আর ২৩শে সেপ্টেম্বর তিনি রাজকীয় আদেশ জারি করেন যে, এখন থেকে আরব অঞ্চল 'আল মামলাকাতুল অ্যারাবিয়া আসসাউদিয়া' বা রাজকীয় সৌদি আরব নামে পরিচিত হবে। তবে তখনো সৌদি আরবের বেশিরভাগ বাসিন্দা বেদুইন জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তাদের আর্থিক সঙ্গতিও খুব ভালো ছিল না।

কিন্তু তেলের সন্ধান পাওয়ার পর থেকেই ওই অঞ্চলের সে চিত্র বদলে যায়। ১৯২২ সাল থেকেই সৌদি আরবে তেলের অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের একজন নাগরিক চার্লস ক্রেনের সহায়তায় কার্ল এস উইটশেল ১৯৩২ সালে সৌদি আরবে এসে তেলের সন্ধানে একটি জরিপ শুরু করেন। এরপর ১৯৩৫ সাল থেকে ড্রিলিং শুরু হয় আর ১৯৩৮ সালে প্রথম তেলের উৎপাদন শুরু হয়।

এরপর থেকেই পুরো সৌদি আরবের চেহারা বদলে যেতে শুরু করে।

পর্নোগ্রাফি নিয়ে সাধারণ মানুষের মতামত জানতে জরিপ

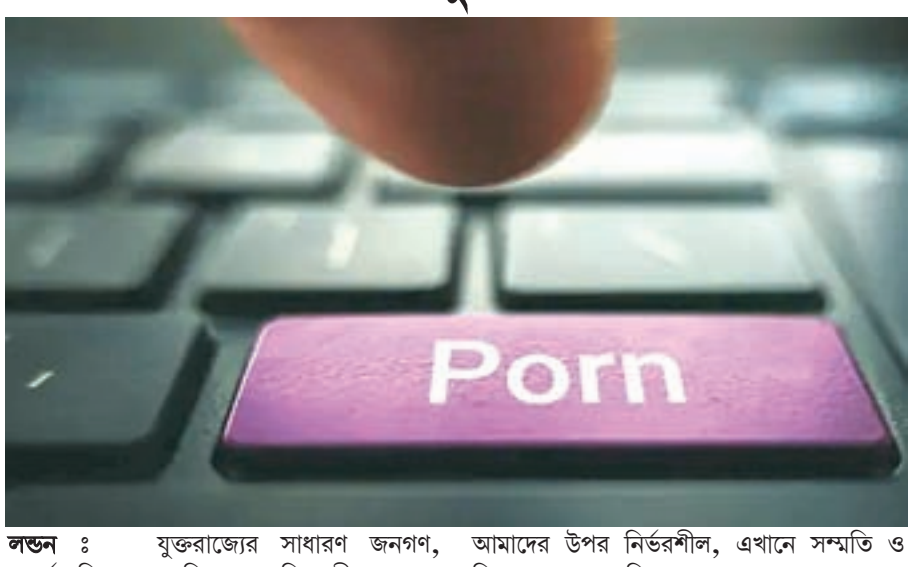

লন্ডন ঃ যুক্তরাজ্যের সাধারণ জনগণ, পর্নোগ্রাফির অভিনেতা অভিনেত্রী এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে পর্নোগ্রাফির প্রভাব নিয়ে কতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিতে।

এই উত্তরগুলো নিয়ে যুক্তরাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ যাবে এই পর্নোগ্রাফি শিল্পের পর্যালোচনা করার জন্য। এর মধ্যে থাকছে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পর্নের প্রভাব, মানসিক স্বাস্থ্য এবং নারী ও মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নানা প্রশ্ন।

তবে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত একটা ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন বলছে তারা মনে করছে, এটা বড় কোন সেন্সরশিপের পূর্বপ্রস্তুতি।

এই পর্যালোচনায় দেখা হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কীভাবে পর্নোগ্রাফি তৈরি ও দেখার ধারণাকে বদলে দিচ্ছে।

কারণ শিশু নির্যাতন ও অসম্মতিমূলক পর্নোগ্রাফির ছবি তৈরিতে এআইয়ের ক্ষমতা নিয়ে বিশ্ব জুড়ে উদ্বেগ তৈরি হচ্ছে।

গত ডিসেম্বরে যুক্তরাজ্যের সরকার ঘোষণা দেয় একসময় ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে কাজ করা কনজারভেটিভ পিয়ার (হাউজ অফ লর্ড সদস্য) ব্যারনেস বার্টিনের নেতৃত্বে পর্নোগ্রাফি নিয়ে একটা 'স্বতন্ত্র' পর্যালোচনা হবে।

এই গবেষণা জরিপে পর্নোগ্রাফি শিল্পে অপব্যবহার, পাচার এবং নির্যাতনের বিষয়গুলো দেখা হবে। সেই সঙ্গে দর্শকদের উপর এর প্রভাব এবং পর্নোগ্রাফির অবৈধ কনটেন্টগুলো বন্ধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সাহায্য করার উপায় খোঁজা হবে। অপ্রাপ্তবয়স্করা যাতে অনলাইনে পর্নোগ্রাফিতে প্রবেশাধিকার না পায় সেজন্য ব্যবহারকারীর বয়সের প্রমাণ ও সেটা যাচাইকরণ টুল ব্যবহারের বিষয়টি এরইমধ্যে যুক্তরাজ্যের নতুন অনলাইন সেফটি অ্যাক্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ব্যারনেস বার্টিন বলছেন এই পর্যালোচনাটি প্রযুক্তির বিকাশের সাথে সাথে আইনের ভবিষ্যৎ প্রমাণ'' হিসেবে থেকে যাবে।

মাত্রাতিরিক্ত পর্নোগ্রাফি একটা ক্ষতিকর প্রভাব তৈরি করতে পারে - আমরা আমাদের শিশু ও অবশ্যই পুরো সমাজের কাছে দায়বদ্ধ যাতে এখানে একটা সীমানা নির্ধারণ করে দেয়া যায়, বলেন তিনি।

২০২০ সালের এক রিপোর্টে জানা যায় সারা বিশ্বের সোশাল মিডিয়া থেকে এক লক্ষেরও বেশি নারীর ছবি সংগ্রহ করে সেগুলো দিয়ে ভুয়া নগ্ন ছবি তৈরি করা হচ্ছে এবং অনলাইনে তা শেয়ার করা হচ্ছে।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) ব্যবহার করে এসব ছবি থেকে নারী দেহের পোশাক সরিয়ে ফেলা হচ্ছে এবং মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামের মাধ্যমে এসব নগ্ন ছবি ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইন্টেলিজেন্স কোম্পানি সেনসিটির তৈরি এই রিপোর্টটি আরো জানাচ্ছে যে এসব বিবস্ত্র নারীর অনেকেই অল্পবয়সী।

বৈধ, নৈতিক শিল্প

অ্যাডাল্ট ইন্ডাস্ট্রির ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন দ্য ফ্রি স্পিচ কোয়ালিশন বলছে, তাদের আশা সরকার এই আলোচনায় তাদের ইন্ডাস্ট্রিকে জড়িত করার ব্যাপারে পুরোপুরি সৎ থাকবে।

আমাদের নিয়ে মাঝে মাঝেই উত্তেজিত শিরোনাম ও রাজনৈতিক বক্তৃতা দেয়া হলেও, আমরা একটি বৈধ ও নৈতিক শিল্প যেখানে আমাদের পরিবার আমাদের উপর নির্ভরশীল, এখানে সম্মতি ও নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয় এবং অন্যদের মতো আমরাও চাই অপ্রাপ্তবয়স্কদের আমাদের কনটেন্ট থেকে দূরে রাখতে, বলেন তাদের মুখপাত্র। এই অ্যাসোসিয়েশন বিবিসিকে জানায় তারা এই পর্যালোচনার বিষয়ে 'উদ্বিগ্ন' কারণ তারা মনে করে এখানে যে।ন অভিব্যক্তিকে একটি হুমকি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে দেখানো হচ্ছে। তাদের ভাষায় এই পর্যালোচনাকে যদিও সেন্সরশিপের একটা অজুহাত বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু তারা চায় এটি এগিয়ে যাবে এবং এক্ষেত্রে নানান মিথ দূর করতে ও কার্যকর সমাধান পেতে কাজ করবে। যৌনতা বিষয়ক আইনজীবি, বিশেষজ্ঞ ও কর্মী মাইলস জ্যাকম্যান বলেন এটা খুবই হতাশাজনক যে, এই পর্যালোচনার বিষয়টি বাচ্চাদের যে।ন সম্পর্কের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উপেক্ষা করে, খুবই অনুমান নির্ভর ও নেতিবাচকভাবে সাজানো হয়েছে।

জরিপের প্রশ্নপর্বে সাথে কিছু পরিসংখ্যানও দেয়া হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে অপ্রাপ্তবয়স্কদের দ্বারা যৌন অপরাধের মাত্রা বেড়েছে, পুলিশ যেটার জন্য মোবাইল ফোন হাতে থাকা ও সহজে পর্নোগ্রাফি কনটেন্ট পাওয়াটাকে দুষছে।

পুলিশ ফাউন্ডেশনের থিঙ্কট্যাঙ্ক রিক মুইর এই পর্যালোচনার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ক্ষতিকর যৌন আচরণ সামাল দিতে যে কোন কিছু করার চেষ্টাটা ইতিবাচক, আর পুলিশের দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধ কমাতে এটা লম্বা সময়ের জন্য ভূমিকা রাখবে।

কিন্তু লন্ডন স্কুল অফ ইকোনোমিকস অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সের (এলএসই) অধ্যাপক সোনিয়া লিভিংস্টোন প্রশ্ন তুলেছেন এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত একাডেমিক গবেষণা হওয়া নিয়ে। তিনি বলেন গবেষকরা এরইমধ্যে যেসব তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন সেগুলো পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখা উচিত। আমি আশা করবো তারা এগুলো পড়বেন, বিবিসিকে তিনি বলেন।

তিনি যোগ করেন অনলাইন সেফটি অ্যাক্ট, যুক্তরাজ্যে শিশুদের অনলাইনে নিরাপদ রাখতে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে। এটা অবশ্য পরিষ্কার নয় যে এখানে প্রস্তাবিত কোন কোন বিষয়গুলো নতুন। একইসাথে অধ্যাপক লিভিংস্টোন মনে করেন, এই শিল্পের ব্যবসায়িক মডেলেও নজর দেয়া জরুরী কারণ পর্নোগ্রাফি প্রতিষ্ঠানগুলো অ্যালগরিদম ব্যবহার করে আরও চরমমাত্রার কনটেঃট তৈরির দিকে যাচ্ছে, যা অনেকের জন্য ক্ষতির কারণ। এ বছরের শেষদিকে এই পর্যালোচনার প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।